Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -২৪

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

كَشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِیْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِیَ اللّٰهُ ؕ

কা-শিফা-তু দ্বুররিহী~আও আরা-দানী বিরাহ্মাতিন্ হাল্ হুন্না মুমসিকা-তু রাহ্মাতিহী; কুল্ হাসবিয়াল্লা-হু ;

অনিষ্ট দূর করতে পারবে? বা তিনি যিনি আমার প্রতি দয়া করতে চান, তবে তারা কি সে দয়া বাধা দিয়ে রাখতে পারবে? আপনি বলুন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট;

عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٣٩﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّیْ عَامِلٌ ۚ

'আলাইহি ইয়া তাওয়াক্কালুল্ মুতাওয়াক্কিলূন। ৩৯। কুল্ ইয়া ক্বাও'মিমালূ 'আলা- মাকা-নাতিকুম্ ইন্নী 'আ-মিলুন্,

ভরসাকারীগণ একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করে। (৩৯) আপনি বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অবস্থানের উপর থেকে কাজ করে যাও, আমিও আমার কাজ

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ

ফাসাওফা 'তালামূন। ৪০। মাই ইয়া'তীহি 'আযা-বুই ইউখ্যীহি ওয়া ইয়াহিলু 'আলাইহি 'আযা-বুম্ মুক্বীম।

করছি। অতিশীঘ্রই তোমরা তা জানতে পারবে, (৪০) কার উপর আসবে অপমানজনক শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে চিরস্থায়ী শাস্তি।

﴿٤١﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ

৪১। ইন্না~আন্যাল্না- 'আলাইকাল্ কিতা-বা লিন্না-সি বিল্হাক্কি, ফামানিহ্তাদা- ফালিনাফ্সিহী, ওয়া মান্

(৪১) নিশ্চয়ই আমি মানুষের জন্য সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং যে সৎ পথ অবলম্বন করে সে তা তার নিজের জন্যই করেছে। আর যে

ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٤٢﴾ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ ৪ ع ৪০ ১ রুকূ

দ্বাল্লা ফাইন্নামা- ইয়াদ্বিল্লু 'আলাইহা-, ওয়ামা~আন্তা 'আলাইহিম্ বিওয়াকীল। ৪২। আল্লা-হু ইয়াতাওয়াফফাল্ আন্ফুসা

বিভ্রান্ত হয়, সে বিভ্রান্তির পরিণতি তার উপরই আসবে। আর আপনি তাদের ব্যবস্থাপক নন। (৪২) আল্লাহ প্রাণ (আত্মা)সমূহ নিয়ে যান তাদের

حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِیْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ

হ্বীনা মাওতিহা- ওয়াল্লাতী লাম্ তামুত্ ফী মানা-মিহা-, ফা- ইউম্সিকুল্ লাতী ক্বাদ্বা- 'আলাইহাল্ মাওতা

মৃত্যুর সময় এবং যার মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি, তার (প্রাণ নেন) নিদ্রার সময়। অতঃপর যার ওপর মৃত্যু সিদ্ধান্ত হয়, তার প্রাণ ধরে রাখেন

وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

ওয়া ইউরসিলুল্ উখ্রা~ইলা~আজ্বালিম্ মুসাম্মান ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিক্বাওমিই ইয়াতাফাক্কারূন।

এবং অন্যান্যদের প্রাণ প্রেরণ করেন, একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে অনেক দৃষ্টান্ত।

○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহকে একক সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করে তাকে পূর্ণ ক্ষমতাবান বলে স্বীকার করেছ। অতঃপর অক্ষম দেবতাসমূহকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করলে তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা পণ্ড হয় এবং তিনি এক স্রষ্টা নয় বলে প্রতিপন্ন হয়। আর এতে তোমাদের মতবাদ পরস্পর বিরোধী সাব্যস্ত হয়। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৯) ঃ যেহেতু কাফেররা এসমস্ত জ্বলন্ত প্রমাণ এবং অকাট্য যুক্তি সত্ত্বেও নিজেদের সেই মূর্খতা এবং বিপথগমনের উপর জেদ করে রইল। অতএব, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (সা)-কে শেষ উত্তর শিক্ষা দিয়েছেন যে, আপনি বলুন, যদি এতেও তোমরা না মান, তবে তোমরা তোমাদের মনগড়া মত অনুযায়ী চল। আর আমি আল্লাহর বিধান মত চলি। (কুঃ কারীম) ○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিণতি এই হয়েছিল যে, বদরের যুদ্ধে কাফেরদের অপমানকর শাস্তি হয়েছিল। আর মৃত্যুর পরেও এরা অনন্ত শাস্তি ভোগ করবে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৪২) ঃ মানবাত্মা এক প্রকার জ্যোতির্ময় বস্তু। দেহের ভিতর-বাহির যখন তার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় তখন দেহ সক্রিয়, একেই জীবন বলা হয়। এর বিপরীত অর্থাৎ আত্মার জ্যোতিতে যদি দেহাভ্যন্তর বা বহির্ভাগ জ্যোতিষ্মান না হয় তখন ইন্দ্রিয় সকল নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং ঐ সময়কে 'মৃত্যু' নামে অভিহিত করা হয়। আর আত্মার প্রভাব যখন কেবল আংশিকভাবে দেহাভ্যন্তরে বিরাজমান থাকে অথচ বাহ্যেন্দ্রিয় প্রভাবিত না হয় সেই অবস্থাকে 'নিদ্রা' বলা হয়ে থাকে। বর্ণিত তিন অবস্থাতেই মানবাত্মা আল্লাহর আয়ত্তাধীন, তিনি ইচ্ছা করলে মানবকে নিদ্রিতাবস্থায় চিরনিদ্রায় শায়িত করতে পারেন। নিদ্রা সম্বন্ধে হযরত আলী (রা) বলেছেন, "নিদ্রাকালে মানবাত্মা বহির্গত হয়ে যায়, কিন্তু এর জ্যোতি দেহ-মধ্যে অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং এই জন্য সে স্বপ্ন দেখে। অতঃপর সে যখন জাগ্রত হয় তখন মুহূর্তের মধ্যে দ্রুতগতিতে তা প্রত্যাবর্তন করে......"। (তঃ মাঃ তাফসীল)

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا ﴿٤٣﴾

৪৩। আমিত্তাখাযূ মিন্ দূনিল্লা-হি শুফা'আ —আ ; কুল্ আওয়ালাও কা-নূ লা- ইয়াম্‌লিকূনা শাইআওঁ ওয়ালা-

(৪৩) তবে তারা কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে ? আপনি বলুন, যদিও তাদের কোন কিছুরই ক্ষমতা নেই ও তাদের কোন জ্ঞানও

يَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ

ই'য়াক্বিলূন। ৪৪। কুল্ লিল্লা-হিশ্ শাফা-'আতু জ্বামী'আন ; লাহূ মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ; ছুম্মা ইলাইহি

নেই, এর পরেও কি? (৪৪) বলুন, সব সুপারিশের ক্ষমতা আল্লাহরই কাছে। তাঁরই বাদশাহী (রাজত্ব) আকাশ ও পৃথিবীর। অতঃপর তোমরা সব তাঁর কাছেই

تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ

তুর্‌জ্বা'উন। ৪৫। ওয়া ইযা- যুকিরাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহুশ্ মাআম্বাত্ কুলূবুল লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা বিল্‌আ-খিরাতি,

ফিরে যাবে। (৪৫) যখন আল্লাহর একত্ববাদের কথা আলোচনা করা হয়, তখন যারা পরকালের বিশ্বাস রাখে না তাদের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যায়,

وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ

ওয়া ইযা- যুকিরাল্লাযীনা মিন্ দূনিহী ~ইযা- হুম্ ইয়াস্‌তাব্‌শিরূন। ৪৬। কুলিল্ লা-হুম্মা ফা-ত্বিরাস্ সামা-ওয়া-তি

এবং যখন আল্লাহ ছাড়া তাদের দেবতাগুলোর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর খুশীতে ভরে যায়। (৪৬) বলুন, হে আল্লাহ! আকাশ

وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ

ওয়াল্ আরদ্বি 'আ-লিমাল্ গাইবি ওয়াশ্ শাহা-দাতি আন্‌তা তাহ্‌কুমু বাইনা 'ইবা-দিকা ফী মা- কা-নূ ফীহি

ও পৃথিবীর স্রষ্টা, লুক্কায়িত ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে সে বিষয় ফয়সালা করবেন, যাতে তারা পরস্পরে মত

يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا

ইয়াখ্‌তালিফূন। ৪৭। ওয়ালাও আন্না লিল্লাযীনা জালামূ মা- ফিল্ আরদ্বি জ্বামী'আওঁ ওয়া মিছ্‌লাহূ মা'আহূ লাফ্‌তাদাও

বিরোধ করে। (৪৭) যদি জালিম (খোদাদ্রোহী) দের কাছে পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবও যদি থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও সম্পদ থাকে,

بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ۝

বিহী মিন্ সূ—ইল 'আযা-বি ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ; ওয়া বাদা- লাহুম্ মিনাল্লা-হি মা-লাম্ ইয়াকূনূ ইয়াহ্‌তাসিবূন।

তা কেয়ামতের দিন নিকৃষ্টতম শাস্তির বিনিময় তা দিয়ে দিবে এবং তাদের সামনে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু প্রকাশ পাবে, যার ধারণাই তারা করেনি।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٨﴾ فَإِذَا مَسَّ

৪৮। ওয়া বাদা-লাহুম্ সাইয়্যিআ-তু মা- কাসাবূ ওয়াহা-ক্বা বিহিম্ মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন। ৪৯। ফাইযা- মাস্‌সাল্

(৪৮) এবং তাদের কৃত খারাপ কাজগুলোর শাস্তি তাদের সামনে প্রকাশ পাবে এবং যে সম্পর্কে তারা উপহাস করেছিল, তা তাদেরকে বেষ্টন করবে। (৪৯) যখন

○ টীকা (আঃ ৪৪) ঃ যেহেতু উপরোক্ত আয়াতের উত্তরে মুশরেকরা বলতে পারে যে, "এসমস্ত নির্জীব প্রস্তর মূর্তি আমাদের সুপারিশকারী হবে না, বরং এরা যাদের প্রতিমূর্তি তারা আমাদের সুপারিশকারী হবে।" কাজেই এই আয়াতে একথার উত্তর শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, সুপারিশ তো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ তাঁর অনুমতি ভিন্ন সেদিন সুপারিশ করার সাধ্য কারও হবে না। অনুমতি পেতে হলে (ক) সুপারিশকারী আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় এবং (খ) যার জন্য সুপারিশ করা হবে, সে ক্ষমার যোগ্য হতে হবে। তাদের দেবতাদের মধ্যে একমাত্র ফেরেশতারাই আল্লাহ্‌র প্রিয়; কিন্তু সুপারিশপ্রার্থীরা ফেরেশতাপূজক হোক আর শয়তানপূজকই হোক– ক্ষমার যোগ্য নয়। কাজেই তাদের জন্য সুপারিশ করার অনমুতি কেউই প্রাপ্ত হবে না। (বঃ কোঃ)

الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ

ইন্‌সানা দ্বুর্‌রুন্ দা'আ-না-, ছুম্মা ইযা- খাওয়্যাল্‌না-হু 'নিমাতাম্ মিন্না-, ক্বা-লা ইন্নামা~উতীতুহূ 'আলা 'ইল্‌মিন ; বাল্ হিয়া
মানুষের উপর কোন দুঃখ-দুর্দশা, পৌছে তখন আমাকে ডাকে, যখন আমি তাকে আমার পক্ষ হতে কোন অনুগ্রহ দান করি, তখন সে বলে, এ তো আমি প্রাপ্ত হয়েছি

فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ

ফিত্‌নাতুঁও ওয়ালা- কিন্না আক্‌ছারাহুম্ লা-ই'য়ালামূন। ৫০। ক্বাদ্ ক্বা-লাহাল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ ফামা~আগ্‌না-
আমার জ্ঞানের কারণে। বরং এটা পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না। (৫০) তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও একথাই বলেছিল, কিন্তু কোনই

عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥١﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ

'আন্‌হুম্ মা- কা-নূ ইয়াকসিবূন। ৫১। ফাআস্বা-বাহুম্ সাইয়্যিআ-তু মা-কাসাবূ ; ওয়াল্লাযীনা জালামূ মিন্
উপকারে আসেনি তাদের কৃত কর্ম। (৫১) তাদের উপর তাদের কৃত কর্মের নিকৃষ্ট শাস্তি এসে পৌছল। আর তাদের মধ্যে যারা জালিম, তাদের

هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٢﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

হা~উলা—ই সাইউস্বীবুহুম্ সাইয়্যিআ-তু মা-কাসাবূ, ওয়া মা-হুম্ বি'মুজ্‌যিযীন। ৫২। আওয়া লাম্ ইয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা
উপরও শীঘ্রই পৌছবে তাদের কৃত কর্মের নিকৃষ্ট শাস্তি এবং তারা তা ব্যর্থ করতে সক্ষম হবে না। (৫২) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ প্রশস্ত

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○ ع ৫ ১১ ২ রুকূ

ইয়াব্‌সুতুর রিয্‌ক্বা লিমাই ইয়াশা—উ ওয়াইয়াক্বদিরু ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিক্বাওমিই ইউ'মিনূন।
করে দেন রিযিক, যাকে চান এবং যাকে চান সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসী লোকদের জন্য নিদর্শন।

﴿٥٣﴾ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ

৫৩। কুল্ ইয়া-'ইবা-দিয়াল্ লাযীনা আস্‌রাফূ 'আলা-আন্‌ফুসিহিম্ লা-তাক্বনাতু মির্ রাহ্‌মাতিল্লা-হি ;
(৫৩) বলুন, (আমার কথা), হে আমার বান্দা, যারা গুনাহে বাড়াবাড়ি করেছ নিজেদের উপর, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না।

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ

ইন্নাল্লা-হা ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা জ্বামী'আন ; ইন্নাহূ হুওয়াল গাফূরুর্ রাহ্বীম। ৫৪। ওয়া আনীবূ~ইলা- রাব্বিকুম্
নিশ্চয়ই আল্লাহ সব পাপ মাফ করে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়াশীল, (৫৪) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর

وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٥﴾ وَاتَّبِعُوا

ওয়া আস্‌লিমূ লাহূ মিন্ ক্বাব্‌লি আই ইয়া'তিয়াকুমুল্ 'আযা-বু ছুম্মা লা-তুন্‌ছারূন। ৫৫। ওয়াত্তাবি'উ~
এবং তাঁরই অনুগত হও, তোমাদের উপর শাস্তি আসার পূর্বে। আযাব এসে পড়লে তোমাদের কোন সাহায্য করা হবে না। (৫৫) আর অনুসরণ কর

✪ টীকা (আঃ ৫৩) ঃ আলোচ্য আয়াতে পাপকার্যে যারা জীবন অতিবাহিত করেছে, তাদেরকে আল্লাহর অপার অনুগ্রহ হতে হতাশ হতে নিষেধ করা হয়েছে। সেজন্য আল্লাহ হযরত রাসূলে করীম (সা)-কে বলছেন, আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা স্বীয় জীবনে চূড়ান্ত অপচয় করেছ, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়োনা নিশ্চয় আল্লাহ গোনাহসমূহ ক্ষমা করেন; নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাকারী করুণাময়। বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা কতিপয় মোশরেক হযরতের সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, আমরা ব্যভিচার, নরহত্যা প্রভৃতি মহাপাপ কার্য করেছি; আমরা আপনার ধর্মপথ অবলম্বন করতাম যদি আমাদের কৃত পাপরাশি মার্জিত হত। তখন এই আলোচ্য আয়াত ও অন্যত্র বর্ণিত অনুরূপ মর্মের একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। (কুঃ কারীম)

أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً

আহ্‌সানা মা~উন্‌যিলা ইলাইকুম্ মির্ রাব্বিকুম্ মিন্ ক্বাবলি আই ইয়া'তিয়াকুমুল্ 'আযা-বু বাগ্‌তাতাওঁ

সে উত্তম বিষয়ের, যা তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তোমাদের উপর করে হঠাৎ শাস্তি আপতিত হওয়ার পূর্বে,

وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ

ওয়া আন্‌তুম্ লা-তাশ্'উরূন। ৫৬। আন্ তাকূলা নাফ্‌সুই ইয়া- হ্বাস্‌রাতা- 'আলা- মা- ফার্‌রাত্বতু ফী জ্বাম্‌বিল্

যা তোমরা অনুভবই করতে পারবে না। (৫৬) যাতে এমন না হয় যে! কেউ বলবে, আফসোস! আমি অবহেলা করেছি আল্লাহর অনুসরণের ব্যাপারে

اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ

লা-হি ওয়া ইন্ কুন্‌তু লামিনাস্ সা-খিরীন। ৫৭। আও তাকূলা লাও আন্নাল্লা-হা হাদা-নী লাকুন্‌তু

বরং আমিতো (আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে) উপহাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। (৫৭) অথবা বলবে, যদি আল্লাহ আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতেন, তবে আমিও

مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ

মিনাল্ মুত্তাক্বীন। ৫৮। আও তাকূলা হ্বীনা তারাল্ 'আযা-বা লাও আন্না লী কার্‌রাতান্ ফাআকূনা মিনাল্

আল্লাহ-ভীরুদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (৫৮) অথবা শাস্তি দেখে বলবে, হায়! যদি আমাদের পুনরায় পৃথিবীতে পাঠান হত, তবে আমি পুণ্যবানদেরর

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ

মুহ্‌সিনীন। ৫৯। বালা- ক্বাদ্ জ্বা—আত্‌কা আ-য়া-তী ফাকায্‌যাব্‌তা বিহা- ওয়াস্‌তাক্‌বারতা ওয়া কুন্‌তা

অন্তর্ভুক্ত হতাম। (৫৯) হ্যাঁ, অবশ্যই তোমার কাছে আমার নিদর্শন এসেছিল, কিন্তু তুমি তা মিথ্যা বলেছিলেও বড়াই করেছিলে, ফলে তুমি ছিলে কাফিরদের

مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ط

মিনাল কা-ফিরীন। ৬০। ওয়া ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি তারাল্ লাযীনা কাযাবূ 'আলাল্লা-হি উজূহুহুম্ মুস্‌ওয়াদ্দাতুন ;

অন্তর্ভুক্ত। (৬০) যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, আপনি কেয়ামতের দিন দেখবেন, তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে।

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا

আলাইসা ফী জ্বাহান্নামা মাছ্ওয়াল্ লিল্‌মুতাকাব্বিরীন। ৬১। ওয়া ইউনাজ্জিল্লা-হুল্ লাযীনাত্ তাক্বাও

তবে কি জাহান্নাম ঠিকানা নয় অহঙ্কারীদের জন্য? (৬১) যারা পরহেযগারী অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের সাফল্যের সাথে

بِمَفَازَتِهِمْ ز لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ز

বিমাফা-যাতিহিম, লা-ইয়ামাস্ সুহুমুস সূ—উ ওয়ালা-হুম্ ইয়াহ্‌যানূন। ৬২। আল্লা-হু খা-লিকু কুল্লি শাইয়িওঁ,

রক্ষা করবেন। তাদের স্পর্শ করবে না কোন দুঃখ-দুর্দশা এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (৬২) আল্লাহ সব সৃষ্টিরই স্রষ্টা,

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَالَّذِينَ كَفَرُوا

ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়াকীল ৬৩। লাহূ মাক্বা-লিদুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ; ওয়াল্লাযীনা কাফারূ

তিনি সব কিছুরই ব্যবস্থাপক। (৬৩) আকাশ ও পৃথিবীর (ধন-ভাণ্ডারের) চাবির মালিক তিনিই। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٤﴾ قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا ৬ ع ৩ রুকূ

বিআ-য়া-তিল্লা-হি উলা—ইকা হুমুল্ খা-সিরূন। ৬৪। কুল আফাগাইরাল্লা-হি তা'মুরূ—ন্নী~'আবুদু আইয়্যুহাল্

অস্বীকার করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৪) বলুন, (হে নির্বোধেরা!) তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করার জন্য

الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ

জ্বা-হিলূন। ৬৫। ওয়ালা কৃাদ্ উহিয়া ইলাইকা ওয়া ইলাল্ লাযীনা মিন্ কাবলিকা, লাইন্ আশরাকতা

বলছ? (৬৫) নিশ্চয়ই আপনার কাছে এবং আপনার পূর্ববর্তী (নবী) দের কাছেও ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহর সাথে শরীক করেন, তবে অবশ্যই

لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٦﴾ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

লাইয়াহ্বাত্বান্না 'আমালুকা ওয়া লাতাকূনান্না মিনাল্ খা-সিরীন। ৬৬। বালিল্ লা-হা 'ফাবুদ্ ওয়াকুম মিনাশ্ শা-কিরীন।

আপনার কর্ম বিফল নষ্ট হয়ে যাবে এবং নিশ্চয়ই আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। (৬৬) বরং আপনি আল্লাহরই ইবাদাত করুন এবং কৃতজ্ঞকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।

﴿٦٧﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ

৬৭। ওয়ামা- ক্বাদারুল্লা-হা হাক্কা ক্বাদ্‌রিহী, ওয়াল্ আরদ্বু জ্বামী'আন ক্বাব্‌দ্বাতুহূ ইয়াওমাল্ কিয়া-মাতি ওয়াস্ সামা-ওয়া-তু

(৬৭) তারা আল্লাহর যথাযথ সম্মান করেনা, কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর মুঠোর মধ্যে থাকবে এবং আকাশও তাঁর ডান হাতে গুটানো থাকবে।

مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ

মাতৃওয়িয়্যা-তুম্ বিয়ামীনিহি ; সুবহ্বা-নাহূ ওয়া তা'আ-লা- 'আম্মা- ইউশ্‌রিকূন। ৬৮। ওয়া নুফিখা ফিস্ব স্বূরি ফাস্বা'ইক্বা

তিনি (আল্লাহ) পবিত্র এবং সে সব থেকে, উর্ধ্বে যেগুলো তারা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে। (৬৮) এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে সংজ্ঞাহীন

مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى

মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মান্ ফিল্ আরদ্বি ইল্লা-মান শা—আল্লা-হু ; ছুম্মা নুফিখা ফীহি উখ্‌রা-

হয়ে পড়বে আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে সব, কিন্তু আল্লাহ যাদের ইচ্ছা করেন তাদের ব্যতীত। অতঃপর দ্বিতীয় বার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে,

فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ

ফাইযা-হুম্ কিয়া-মুঁই ইয়ান্‌জুরূন। ৬৯। ওয়া আশ্‌রাক্বাতিল্ আরদ্বু বিনূরি রাব্বিহা- ওয়া উদ্বি'আল্ কিতা-বু

ফলে তারা তখন একেবারে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে। (৬৯) এবং পৃথিবী তার প্রতিপালকের নূরে চমকাতে থাকবে এবং আমলনামা রাখা হবে এবং উপস্থিত

وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَوُفِّيَتْ

ওয়াজ্বী—আ বিন্নাবিয়্যীনা ওয়াশ্‌শুহাদা—ই ওয়া কুদ্বিয়া বাইনাহুম্ বিল্‌হাক্কি ওয়াহুম্ লা- ইউজ্‌লামূন। ৭০। ওয়া উফ্‌ফিয়াত্

করা হবে, নবীগণকে ও এবং সাক্ষীগণকে এবং বান্দাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করা হবে এবং কারও প্রতি জুলুম করা হবে না। (৭০) এবং প্রত্যেককেই

كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى ৭ ع ৯ 8 রুকূ

কুল্লু নাফ্‌সিম্ মা- 'আমিলাত্ ওয়া হুওয়া 'আলামু বিমা- ইয়াফ্'আলূন। ৭১। ওয়াসীক্বাল্লাযীনা কাফারূ~ইলা-

পুরোপুরি ভাবে দেয়া হবে তাদের কৃত কর্মের প্রতিফল। আল্লাহ জানেন, তারা (বান্দাগণ) যা কিছু করে। (৭১) যারা কাফির তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে

جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ

জ্বাহান্নামা যুমারান ; হাত্তা~ইযা- জ্বা—উহা- ফুতিহাত্ আব্ওয়া-বুহা- ওয়া ক্বা-লা লাহুম্ খাযানাতুহা~আলাম্

হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জাহান্নামের কাছে এসে যাবে, তখন জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষক বলবে, তোমাদের কাছে কি

يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ

ইয়া'তিকুম্ রুসুলুম্ মিন্কুম্ ইয়াত্লূনা 'আলাইকুম্ আ-য়া-তি রাব্বিকুম্ ওয়া ইউন্যিরূনাকুম্ লিক্বা—আ ইয়াওমিকুম্

তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল আসেননি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিবসের

هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٢﴾ قِيلَ ادْخُلُوا

হা-যা-; ক্বা-লূ বালা- ওয়ালা-কিন্ হাক্কাত কালিমাতুল্ 'আযা-বি 'আলাল্ কা-ফিরীন। ৭২। ক্বীলাদ্ খুলূ~

সাক্ষাৎ সম্পর্কে সতর্ক করতেন? তারা বলবে, হ্যাঁ এসেছিলেন। কিন্তু শাস্তিরবাণী হুকুম কাফিরদের উপর সাব্যস্ত হয়েছে। (৭২) তাদেরকে বলা হবে,

أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٣﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ

আব্ওয়া-বা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফী-হা-, ফাবি'সা মাছ্ওয়াল্ মুতাকাব্বিরীন। ৭৩। ওয়াসীক্বাল্ লাযীনাত্

এখন জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, যেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে। কতইনা নিকৃষ্ট ঠিকানা (জাহান্নাম) অহঙ্কারীদের জন্য। (৭৩) আর যারা তাদের

اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ

তাক্বাও রাব্বাহুম্ ইলাল জ্বান্নাতি যুমারান ; হাত্তা~ইযা-জ্বা—উহা-ওয়া ফুতিহাত্ আব্ওয়া-বুহা- ওয়াক্বা-লা

প্রতিপালককে ভয় করতো, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন জান্নাতের কাছে এসে যাবে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে এবং

لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٤﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ

লাহুম্ খাযানাতুহা- সালা-মুন্ 'আলাইকুম্ ত্বিব্তুম্ ফাদখুলূহা খা-লিদীন। ৭৪। ওয়া ক্বা-লুল্ হাম্দু লিল্লা-হিল্

জান্নাতের রক্ষক, বলবে তোমাদের উপর 'সালাম'। তোমরা পবিত্র। সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ কর, যেখানে চিরদিন থাকবে। (৭৪) তারা বলবে, সে আল্লাহর সব প্রশংসা,

الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ

লাযী স্বাদাক্বানা- ও'য়াদাহূ ওয়া আওরাছানাল্ আর্দ্বা নাতাবাওয়্যাউ মিনাল্ জ্বান্নাতি হাইছু নাশা—উ,

যিনি আমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ (জান্নাতের) যমীনের উত্তরাধিকারী করেছেন, আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকতে পারব।

فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٥﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ

ফা'নিমা আজ্রুল্ 'আ-মিলীন। ৭৫। ওয়া তারাল্ মালা—ইকাতা হা—ফ্ফীনা মিন্ হাওলিল্ 'আর্শি ইউসাব্বিহূনা

কতইনা উত্তম পুরস্কার সৎকর্মশীলদের জন্য। (৭৫) (হে নবী!) আপনি ফিরিশতাগণকে দেখবেন যে, তারা আরশের চারদিক বেষ্টনী অবস্থায় তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ

○ টীকা (আঃ ৭২) ঃ এ আদেশের পর তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করে দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হবে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৭৩) ঃ সদলোক নানা সম্ভারপূর্ণ বেহেশতের উন্মুক্তদ্বারে উপনীত হলে ফেরেশতাগণ তাদেরকে সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করে বলবে- আপনারা এতে চিরকাল অবস্থান করতে থাকবেন। বেহেশতীগণ আল্লাহ্ তায়ালার গুণ-গরিমা ও অঙ্গীকার পালনের কথা উল্লেখ করে বলবে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সাথে যে অঙ্গিকার করেছিলেন তা পূর্ণ করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে এই বিশাল বেহেশতের অধিকারী করে দিয়েছেন; আমরা ইচ্ছামত এখানে থাকতে পারব। (মাঃ কোঃ)

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ع﴾ ৮

বিহাম্দি রাব্বিহিম, ওয়া কুদ্বিয়া বাইনাহুম্ বিল্হাক্বক্বি ওয়াক্বিলাল্ হাম্দু লিল্লা-হি রাব্বিল্ 'আ-লামীন। ৫ ৫

তাসবীহ বর্ণনা করছে. আর তাদের মাঝে ইনসাফ ভিত্তিক ফয়সালা করা হবে এবং বলা হবে, সব প্রশংসা সে (মহান) আল্লাহর জন্য, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। রুকু

সূরা মু'মিন মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৮৫ রুকূ ঃ ৯

١ حٰمٓ ٢ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ٣ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

১। হ্বা-মী—ম্ ২। তান্‌যীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ 'আযীযিল্ 'আলীম। ৩। গাফিরিয্ যাম্‌বি ওয়া ক্বা-বিলিত্ তাওবি

(১) হা-মী-ম, (২) এ কিতাব সে আল্লাহর তরফ থেকে নাযিলকৃত, যিনি মহা প্রভাবশালী, মহা বিজ্ঞ। (৩) যিনি পাপ মার্জনাকারী, তওবা কবুলকারী

شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ٤ مَا يُجَادِلُ فِيْٓ

শাদীদিল্ 'ইক্বা-বি, যিত্ব ত্বাওলি ; লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, ইলাইহিল্ মাস্বীর। ৪। মা- ইউজ্বা-দিলু ফী~

কঠিন শাস্তি প্রদানকারী এবং মহা শক্তিমান। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তাঁর দিকেই (সকলের) প্রত্যাবর্তন। (৪) যারা কাফির; তারাই ঝগড়া করে

اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ٥ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ

আ-য়া-তিল্লা-হি ইল্লাল্ লাযীনা কাফারূ ফালা- ইয়াগ্‌রুর্‌কা তাক্বাল্‌লুবুহুম্ ফিল্ বিলা-দ। ৫। কায্‌যাবাত্ ক্বাব্‌লাহুম্

আল্লাহর আয়াতসমূহের ব্যাপারে। সুতরাং শহরে তাদের যাতায়াত যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে। (৫) তাদের পূর্বে

قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ

ক্বাওমু নূহিওঁ ওয়াল্ আহ্‌যা-বু মিম্ বা'দিহিম, ওয়া হাম্মাত্ কুল্‌লু উম্মাতিম্ বিরাসূলিহিম্ লিইয়া'খুযূহু

নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে আরও অনেক দল রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছিল। এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ই ইচ্ছা করেছিল তাদের রাসূলকে পাকড়াও করবে।

وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

ওয়া জ্বা-দালূ বিল্‌বা-ত্বিলি লিইউদ্‌হিদ্বূ বিহিল্ হ্বাক্ব্‌ক্বা ফাআখায্‌তুহুম্, ফাকাইফা কা-না 'ইক্বা-ব।

তারা অনর্থক ঝগড়া করেছিল, যাতে এ ঝগড়া দ্বারা সত্যকে মিটিয়ে দিতে পারে, অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি!

٦ وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ

৬। ওয়া কাযা-লিকা হ্বাক্ব্‌ক্বাত্ কালিমাতু রাব্বিকা 'আলাল্ লাযীনা কাফারূ~আন্নাহুম্ আস্বহ্বা-বুন্ না-র।

(৬) এভাবেই আপনার প্রতিপালকের (শাস্তির) বাণী কাফিরদের উপর অবধারিত হল যে, নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামী।

✪ টীকা (আঃ ৪) ঃ يجادل অর্থাৎ, কোরআন এবং তাওহীদ সত্য প্রমাণিত হওয়ায় সকলেরই উচিত ছিল তাকে বিশ্বাস করা এবং এতে তর্ক-বিতর্ক না করা; কিন্তু তথাপি কাফেররা তাওহীদের বর্ণনাসম্বলিত কোরআন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৪) ঃ فلا يغرك - অর্থাৎ উক্ত অবিশ্বাসের ফলে পৃথিবীতেই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা উচিত ছিল, কিন্তু বিশেষ যুক্তিতে, তাদেরকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দেয়াতে আপনি সন্দেহ করবেন না যে, তাদের আর কোন কালেই শাস্তি হবে না। বরং তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৬) ঃ অর্থাৎ প্রাচীন কালের কাফেররা ইহলোকেও দণ্ডিত হয়েছে, পরলোকেও তাদের শাস্তি হবে। এরূপে বর্তমানে যুগের কাফেরদেরও শাস্তি হবে। তা উভয় কালেও হতে পারে, কিংবা ইহলোকে না হলেও পরলোকে তো হবেই। (বঃ কোঃ)

একক চতুর্থাংশ

ওয়াক্ফে লাযেম ওয়াকফুন নবী (সাঃ)

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ۝٧

৭। আল্লাযীনা ইয়াহ্‌মিলূনাল্ 'আর্‌শা ওয়া মান্ হ্বাওলাহূ ইউসাব্বিহূনা বিহাম্‌দি রাব্বিহিম্ ওয়া ইউ'মিনূনা বিহী

(৭) আরশ বহনকারী এবং তার চার পাশে অবস্থানকারী (ফিরিশতা)গণ, তাদের প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ করে তাঁর প্রশংসার সাথে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ

ওয়া ইয়াস্‌তাগ্‌ফিরূনা লিল্লাযীনা আ-মানূ রাব্বানা- ওয়া'সিতা কুল্লা শাইয়ির্ রাহ্‌মাতাওঁ ওয়া 'ইল্‌মান ফাগ্‌ফির্ লিল্লাযীনা

মুমিনগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সব বেষ্টিত সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন, যারা তওবা

تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝٨ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ

তা-বূ ওয়াত্তাবা'উ সাবীলাকা ওয়াক্বিহিম্ 'আযা-বাল্ জ্বাহীম। ৮। রাব্বানা- ওয়া আদ্‌খিল্‌হুম জ্বান্না-তি

করে এবং আপনার পথের অনুসরণ করে, আপনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচান। (৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ

عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

'আদনি নিল্লাতী ওয়া'আত্‌তাহুম্ ওয়া মান্ ছ্বালাহা মিন্ আ-বা—ইহিম্ ওয়া আয্বওয়া-জ্বিহিম্ ওয়া যুররিয়্যা-তিহিম্ ;

করান, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতা-মাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তাদেরকেও।

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٩ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ

ইন্নাকা আন্‌তাল্ 'আযীযুল্ হ্বাকীম। ৯। ওয়া ক্বিহিমুস্ সাইয়্যিআ-তি ; ওয়া মান্ তাক্বিস্ সাইয়্যিআ-তি ইয়াওমাইযিন্

নিশ্চয়ই আপনি মহা শক্তিশালী, মহাবিজ্ঞ। (৯) আর আপনি তাদেরকে পরকালের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যাকে আপনি সে দিন, শাস্তি হতে

فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝١٠ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ

ফাক্বাদ্ রাহিম্‌তাহূ ; ওয়া যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওয়ুল্ 'আজীম। ১০। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ ইউনা-দাওনা লামাক্বতুল

বাঁচিয়ে রাখবেন, নিশ্চয়ই আপনি তাকে অনুগ্রহই করবেন, এটাই তার বড় সফলতা। (১০) আর কাফিরদেরকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হবে যে, তোমাদের উপর তোমাদের

اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۝١١ قَالُوا

লা-হি আক্‌বারু মিম্ মাক্বতিকুম্ আন্‌ফুসাকুম্ ইয্ তুদ্'আওনা ইলাল্ ঈমা-নি ফাতাক্‌ফুরূন- ১১। ক্বা-লূ

নিজেদের অবজ্ঞার চেয়ে আল্লাহর অবজ্ঞা অনেক বেশী ছিল। যখন তোমাদেরকে ঈমানের দিকে ডাকা হয়েছিল, তখন তোমরা অস্বীকার করেছিল। (১১) কাফিরেরা বলবে,

رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ

রাব্বানা~আমাত্তানাছ্ নাতাইনি ওয়া আহ্‌য়াইতানাছ্ নাতাইনি 'ফাতারাফ্‌না- বিযুনূবিনা ফাহাল্ ইলা- খুরূজ্বিম্

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু ঘটিয়েছে আর দু'বার জীবিত করেছেন। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, এখন মুক্তির কোন পথ

مِنْ سَبِيلٍ ۝١٢ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا

মিন্ সাবীল। ১২। যা-লিকুম্ বিআন্নাহূ~ইযা-দু'ইয়াল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ কাফারতুম্, ওয়া ইঁয় ইউশ্‌রাক্ বিহী তু'মিনূ ;

আছে কি? (১২) তোমাদের এ শাস্তি এজন্য যে, যখন শুধু এক আল্লাহর কথা বলা হত, তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে। যদি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হতো,

فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ﴿١٣﴾ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ

ফাল্‌হুক্‌মু লিল্লা-হিল্ 'আলিয়্যিল্ কাবীর। ১৩। হুওয়াল্লাযী ইউরীকুম্ আ-য়া-তিহী ওয়া ইউনাঝ্ঝিলু লাকুম্ মিনাস্

তখন তা তোমরা বিশ্বাস করতে; সুতরাং ফয়সালা একমাত্র আল্লাহরই, যিনি সর্বোচ্চ মহান। (১৩) তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখান এবং তোমাদের জন্য

السَّمَآءِ رِزْقًا ۭ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٤﴾ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

সামা—ই রিঝ্‌ক্বান ; ওয়ামা- ইয়াতাযাক্কারু ইল্লা- মাই ইউনীব। ১৪। ফাদ্'উল্লা-হা মুখ্‌লিস্বীনা লাহুদ্ দীনা

আকাশ থেকে রিযিক প্রেরণ করেন, (এর দ্বারা) কেবলমাত্র উপদেশ গ্রহণ করে সে, যে আল্লাহ-মুখী। (১৪) সুতরাং আল্লাহকে ডাক, একনিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুগত

وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١٥﴾ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ

ওয়ালাও কারিহাল্ কা-ফিরূন। ১৫। রাফী'উদ্ দারাজ্বা-তি যুল্'আরশি, ইউলক্বির্ রূহা মিন্ আম্‌রিহী

হয়ে। যদিও কাফিরেরা এটা অপছন্দ করে। (১৫) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আরশের মালিক (আল্লাহ), তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান তার প্রতি, তাঁর নির্দেশে

عَلٰي مَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ

'আলা-মাই ইয়াশা—উ মিন 'ইবা-দিহী লিইউন্‌যিরা ইয়াওমাত্ তালা-ক্ব। ১৬। ইয়াওমা হুম্ বা-রিযূনা; লা-ইয়াখ্‌ফা- 'আলাল্লা-হি

ওহী অবতরণ করেন, যাতে সে মিলন দিবস সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে পারে (১৬) যেদিন সব মানুষ (কবর থেকে) বের হয়ে দাঁড়াবে, সেদিন তাদের কোন

مِنْهُمْ شَيْءٌ ۭ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۭ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ

মিনহুম্ শাইউন ; লিমানিল্ মুল্‌কুল্ ইয়াওমা ; লিল্লা-হিল্ ওয়া- হ্বিদিল্ ক্বাহ্‌হা-র। ১৭। আল্ ইয়াওমা তুজ্‌যা- কুল্লু

কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে না। আজ বাদশাহী কার? আল্লাহর, যিনি এক মহা পরাক্রমশালী। (১৭) আজ প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের

نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ۭ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ وَاَنْذِرْهُمْ

নাফ্‌সিম্ বিমা-কাসাবাত ; লাজুল্‌মাল ইয়াওমা ; ইন্নাল্লা-হা সারী'উল্ হ্বিসা-ব। ১৮। ওয়া আন্‌যির্‌হুম্

প্রতিফল দেয়া হবে; আজ কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ, অতি শীঘ্রই হিসাব গ্রহণকারী। (১৮) আর তাদেরকে আসন্ন দিন

يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۭ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ

ইয়াওমাল্ আ-যিফাতি ইযিল্ কুলূবু লাদাল্ হ্বানা-জ্বিরি কা-জিমীনা ; মা- লিজ্‌জা-লিমীনা মিন্ হ্বামীমিওঁ

সম্পর্কে সাবধান করে দিন, যখন (সে দিনের ভয়ে) তাদের কলিজা গলা পর্যন্ত এসে যাবে। জালিম (কাফির) দের কোনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকবে না এবং এমন কোন

وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَاۗىِٕنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾ وَاللّٰهُ

ওয়ালা- শাফীইঁ' ইউত্বা-'উ। ১৯। ই'য়ালামু খা—ইনাতাল্ 'আইউনি ওয়ামা- তুখ্‌ফিস্ব স্বুদূর। ২০। ওয়াল্লা-হু

সুপারিশকারীও থাকবে না, যার সুপারিশ কবুল হবে। (১৯) তিনি (আল্লাহ) জানেন, চোখের অপব্যবহারকে এবং অন্তরের মধ্যে যা গোপন আছে। (২০) আল্লাহ

✪ টীকা (আঃ ১৫) ঃ التلاق কেয়ামত দিবসের অন্যতম নাম- 'সাক্ষাৎ বা মিলন দিবস' কারণ ঐ দিবসে কতিপয় প্রকারের মিলন হবে। আত্মার মিলন হবে পরিত্যক্ত দেহের সাথে, বেহেশতবাসীর সাক্ষাৎ হবে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে এবং অধঃজগতের অধিবাসীদের সাথে উর্ধ্বজগতের অধিবাসীর মিলন হবে। (কুঃ কারীম)

✪ টীকা (আঃ ১৭) ঃ পূর্ব বর্ণিত আয়াতগুলোর সাথে আলোচ্য আয়াতের সংযোগ রয়েছে। মিলন দিবস অর্থাৎ বিচারদিবস সর্বশক্তিমান আল্লাহ এরূপ ত্বরান্বিত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার সম্পন্ন করবেন যে, ক্ষণকাল বিলম্ব বা কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে না।

يَقْضِي بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ

ইয়াক্বদ্বী বিল্‌হাক্বক্বি ; ওয়াল্লাযীনা ইয়াদ্‌'উনা মিন্ দূনিহী লা- ইয়াক্বদ্বূনা বিশাইয়িন ; ইন্নাল্লা-হা

ন্যায় ভাবে ফয়সালা করবেন। আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তারা ডাকে, তারা কোন বিষয় ফয়সালা করতেই পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ

ع ২ ১১ ৭ রুকূ

هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

হুওয়াস্ সামী'উল বাস্বীর। ২১। আওয়ালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি ফাইয়ান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্

সর্বশ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা। (২১) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখত যে, কেমন পরিণতি হয়েছিল তাদের

الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ

লাযীনা কা-নূ মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ ; কা-নূ হুম্ আশাদ্দা মিন্‌হুম্ ক্বুওয়্যাতাওঁ ওয়া আ-ছা-রান্ ফিল্ আর্‌দ্বি

পূর্ববর্তী (অবিশ্বাসী) দের। তারা শক্তির দিক দিয়ে এবং পৃথিবীতে নিদর্শন রাখার দিক দিয়ে এদের চেয়ে অধিক (বড়) ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

ফাআখাযাহুমুল লা-হু বিযুনূবিহিম ; ওয়ামা- কা-না লাহুম্ মিনাল্লা-হি মিওঁ ওয়া-ক্ব। ২২। যা-লিকা বিআন্নাহুম্

করেছিলেন, তাদের গুনাহর কারণে। তাদের জন্য এমন কেউ ছিল না যে, আল্লাহর শাস্তি হতে (তাদেরকে) বাঁচাবে। (২২) এটা এ কারণে যে,

كَانَتْ تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۖ إِنَّهُ قَوِيٌّ

কা-নাত্ তা'তীহিম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ফাকাফারূ ফাআখাযাহুমুল্লা-হু ; ইন্নাহূ ক্বাওয়িয়্যুন্

তাদের কাছে তাদের রাসূল, নিদর্শনসহ এসেছিল। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা শক্তিমান,

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব। ২৩। ওয়ালাক্বাদ্ আর্‌সাল্‌না- মূসা- বিআ-য়া-তিনা- ওয়া সুলত্বা-নিম্ মুবীন। ২৪। ইলা- ফির'আওনা

কঠিন শাস্তি প্রদানকারী। (২৩) আমি মূসাকে আমার নিদর্শন এবং স্পষ্ট দলীলসহ প্রেরণ করেছিলাম (২৪) ফেরআউন,

وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا

ওয়া হা-মা-না ওয়া ক্বা-রূনা ফাক্বা-লূ সা-হিরুন্ কাযযা-ব। ২৫। ফালাম্মা- জা—আ হুম্ বিল্‌হাক্বক্বি মিন 'ইনদিনা-

হামান এবং কারুনের কাছে। তারা বলল, এতো এক যাদুকর মিথ্যুক। (২৫) যখন তাদের কাছে সে (মূসা) আমার পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে হাজির হলেন,

قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ

ক্বা-লুক্ব তুলূ~আবনা—আল্ লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ ওয়াস্‌তাহ্‌ইউ নিসা—আহুম ; ওয়ামা- কাইদুল্ কা-ফিরীনা

তখন তারা বলল, যারা তার (মূসার) প্রতি ঈমান এনেছে তাদের ছেলেদের মেরে ফেল এবং তাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখ। কাফিরদের

○ টীকা (আঃ ২০) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহ সৎ কাজের সুবিনিময়, আর অসৎ কাজের খারাপ বিনিময় দিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে তাদের উপাস্যগণ অক্ষম। তারা না কোন বস্তুর অধিকারী, না কোন বিষয়ের মীমাংসা করতে সক্ষম। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ২৫) ঃ ধর্মহারাদেরসমূহ ষড়যন্ত্র যা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হয়, তা যেমন নিষ্ফল, তেমনই এর পরিণাম অতিশয় বেদনাদায়ক হয়। পরিণামে আল্লাহ্ তায়ালার অভিপ্রেতই পূর্ণ হয়। যেমন ষড়যন্ত্রকারী ফেরাউন তার দলপতিগণসহ বিধ্বস্ত হয়ে গেল এবং হযরত মূসা (আ) তদীয় অনুগত বনী-ইসরাইলসহ বিপদমুক্ত হলেন।

إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي

ইল্লা-ফী দ্বালা-ল। ২৬। ওয়া ক্বা-লা ফির্'আওনু যারূনী~আক্বতুল্ মূসা- ওয়াল্ ইয়াদ্'উ রাব্বাহূ, ইন্নী~

ষড়যন্ত্র বিফল হয়েছে। (২৬) ফিরআউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করব সে যেন তার প্রতিপালককে ডাকে। আমি

أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ

আখা-ফু আই ইউবাদ্দিলা দীনাকুম্ আও আই ইউজ্‌হিরা ফিল্ আরদ্বিল্ ফাসা-দ। ২৭। ওয়া ক্বা-লা মূসা~

(এ ব্যাপারে) শঙ্কিত যে, মূসা তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে দিবে এবং পৃথিবীতে (বড় ধরনের) বিশৃঙ্খলা ঘটাবে। (২৭) মূসা বললেন,

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝ ৩ ع ৭ ৮ রুকূ

ইন্নী 'উয্‌তু বিরাব্বী ওয়া রাব্বিকুম্ মিন্ কুল্লি মুতাকাব্বিরিল্ লা-ইউ'মিনু বিইয়াওমিল্ হ্বিসা-ব।

আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, সে অহংকারী ব্যক্তির (অনিষ্ট) থেকে, যে হিসাব দিবসে বিশ্বাস রাখে না।

﴿٢٨﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ ۖ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا

২৮। ওয়া ক্বা-লা রাজুলুম্ মু'মিনুম্, মিন্ আ-লি ফির্'আওনা ইয়াক্‌তুমু ঈমা-নাহূ~আতাক্বতুলূনা রাজুলান

(২৮) ফিরআউনের বংশের থেকে, একজন মুমিন ব্যক্তি বলল, যে গোপন রেখেছিল তার ঈমানকে, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু একথার জন্য হত্যা করবে যে,

أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا

আই ইয়াকূলা রাব্বিয়াল্লা-হু ওয়া ক্বাদ্ জ্বা—আকুম্ বিল্‌বায়্যিনা-তি মির্ রাব্বিকুম্; ওয়া ইঁয় ইয়াকু কা-যিবান্

সে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ এবং সে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছেন? যদি সে মিথ্যুক হয়, তবে তার উপর আপতিত হবে

فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ

ফা'আলাইহি কাযিবুহূ, ওয়া ইঁয় ইয়াকু স্বা-দিক্বাই ইউস্বিব্‌কুম্ 'বা'দ্বুল্লাযী ইয়া'ইদুকুম ; ইন্নাল্লা-হা

সে মিথ্যার শাস্তি, যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে যে (শাস্তি) সম্পর্কে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তাঁর মধ্য হতে কিছু না কিছু তোমাদের উপর পৌঁছবেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ

لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٩﴾ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ

লা-ইয়াহ্‌দী মান্ হুওয়া মুস্‌রিফুন্ কায্‌যা-ব। ২৯। ইয়া-ক্বাওমি লাকুমুল্ মুল্‌কুল্ ইয়াওমা জা-হিরীনা

সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন না। (২৯) হে আমার সম্প্রদায়! আজকের বাদশাহী তোমাদের জন্য, তোমরাই বিজয়ী

فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ

ফিল্ আরদ্বি, ফামাই ইয়ানস্বুরুনা- মিম্ বা'সিল্ লা-হি ইন্ জ্বা—আনা; ক্বা-লা ফির্'আওনু মা~উরীকুম্

এই পৃথিবীতে যদি আল্লাহর শাস্তি আমাদের উপর এসে যায়, তবে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফিরআউন বলল, আমি যা বুঝছি সেটাই তোমাদের

✪ **টীকা (আঃ ২৮)** ঃ পাপাসক্ত সত্যদ্রোহী ফেরাউনের জনৈক- আত্মীয় হযকীন গোপনে মূসা (আ)-এর প্রচারিত সত্য ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। হযরত মূসা (আ) ও তাঁর দলীয়দের প্রতি ফেরাউন ও তদীয় দলপতিদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে তিনি বলেছিলেন যে, 'তোমরা কেবল এই জন্য নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ, যিনি বলেন- "আমার প্রতিপালক আল্লাহ"। তিনি যা বলেন তাতে তাঁকে হত্যা করা যায় না। তোমরা এখন রাজশক্তির গর্ব করতেছ বটে, কিন্তু তোমাদের অন্যায় কার্যের প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ্ তায়ালার তরফ হতে যখন শাস্তি আসবে তখন তোমরা কোন উদ্ধারপথ পাবে না'। তিনি তাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। (কুঃ কারীম)

إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ

ইল্লা- মা~আরা- ওয়ামা~আহ্‌দীকুম্ ইল্লা- সাবীলার্ রাশা-দ। ৩০। ওয়াক্বা-লাল্লাযী~আ-মানা ইয়াক্বাওমি

সামনে উপস্থাপন করছি এবং আমি তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করছি। (৩০) সে মুমিন ব্যক্তি বলল, হে আমার সম্প্রদায়!

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣١﴾ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ

ইন্নী~আখা-ফু 'আলাইকুম্ মিছ্‌লা ইয়াওমিল্ আহ্‌যা-ব। ৩১। মিছ্‌লা দা'বি ক্বাওমি নূহ্বিঁও ওয়া 'আ-দিওঁ

আমি ভয় করছি তোমাদের উপর পূর্ববর্তী দলসমূহের শাস্তির দিবসের অনুরূপ শাস্তির। (৩১) যেমন– নূহ, আদ, সামুদ সম্প্রদায় এবং তাদের

وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣٢﴾ وَيَا قَوْمِ إِنِّي

ওয়া ছামূদা ওয়াল্লাযীনা মিম্ 'বাদিহিম ; ওয়ামাল্লা-হু ইউরীদু জুল্‌মাল্ লিল্'ইবা-দ। ৩২। ওয়া ইয়া- ক্বাওমি ইন্নী~

পরবর্তীদের উপর এসেছিল। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি কোন প্রকারেই জুলুম করতে চান না। (৩২) হে আমার সম্প্রদায়! আমার ভয় হচ্ছে তোমাদের

أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ۖ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ

আখা-ফু 'আলাইকুম্ ইয়াওমাত্ তানা-দ। ৩৩। ইয়াওমা তুওয়াল্‌লূনা মুদ্‌বিরীনা, মা- লাকুম্ মিনাল্লা-হি মিন্ 'আ-স্বিমিন্

উপর পারস্পরিক ডাকার দিনের (অর্থাৎ কিয়ামতের), (৩৩) যে দিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ পালিয়ে যেতে চাবে। সেদিন আল্লাহর শাস্তি হতে তোমাদের বাঁচাবার কেহই

وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ

ওয়া মাইঁ ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিন্ হা-দ। ৩৪। ওয়ালাক্বাদ্ জা—আকুম্ ইউসুফু মিন্ ক্বাব্‌লু বিল্ বাইয়্যিনা-তি

থাকবে না। যাকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন তাকে সৎ পথ প্রদর্শনকারী কেহই নেই। (৩৪) এবং এর পূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ (নবুওয়াতের) স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন,

فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ

ফামা-যিল্‌তুম্ ফী শাক্‌কিম্ মিম্মা- জা—আকুম্ বিহী ; হাত্তা~ইযা- হালাকা ক্বুল্‌তুম্ লাইঁ ইয়াব'আছাল্লা-হু

অতঃপর সে যা নিয়ে এসেছিল, সেগুলোতেও তোমরা সব সময় সন্দেহ করছিলে। এমনকি যখন সে (ইউসুফ) মৃত্যু বরণ করলেন, তখন তোমরা বলেছিলে যে,

مِن بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٥﴾ الَّذِينَ

মিম্ 'বাদিহী রাসূলান ; কাযা-লিকা ইউদ্বিল্‌লুল্লা-হু মান্ হুওয়া মুস্‌রিফুম্ মুর্‌তা-ব। ৩৫। আল্লাযীনা

তার মৃত্যুর পরে আল্লাহ কোন রাসূল প্রেরণ করবেন না এভাবেই আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীদেরকে, (৩৫) যারা

يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ

ইউজ্বা-দিলূনা ফী~আ-য়া-তিল্লা-হি বিগাইরি সুল্‌ত্বা-নিন্ আতা-হুম ; কাবুরা মাক্বতান্ 'ইন্‌দাল্লা-হি ওয়া 'ইন্‌দাল

বিনা দলীলে, তাদের কাছে আসা আল্লাহর আয়াতসমূহের ব্যাপারে পরস্পরে ঝগড়া করে। তা আল্লাহর কাছে এবং মুমিনগণের কাছে খুবই

✪ টীকা (আঃ ৩২) ঃ يوم التناد ৮ (পরস্পর ডাকা। কিয়ামতের দিন, ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ ভয়ে একে অপরকে ডাকতে থাকবে (কুরঃ কারীম)

✪ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ আলোচ্য আয়াত ও উক্তি ধর্ম বিশ্বাসীদের উক্তি। তিনি আরও বললেন, হযরত মূসা (আ)-এর নবীরূপে আগমন এটা নূতন নয়। তাঁর শত বৎসর পূর্বে হযরত ইউছুফ (আ)-ও নবী রূপে পূর্ববর্তী ফেরাউনের যুগে এসেছিলেন। তিনি মিসরবাসীকে সত্যপথে আহ্বান করতেন, কিন্তু তারা ধর্মোপদেশ অমান্য করেছিল। তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, আর কোন নবী আসবেন না। সুতরাং তারা অবাধ্যরূপে নবীদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল এবং আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবী ও ধর্ম-গ্রন্থের প্রতি অত্যধিক সন্দেহ পোষণ করতে লাগল, কাজেই তারা সত্যপথ পরিত্যাগ করে বিপথগামী হল। সীমাতিক্রমকারী সন্দিগ্ধমনা লোকদের কৃতকার্যের জন্য আল্লাহ তাদেরকে এইরূপেই বিপথগামী করেন। (কুঃ কারীম)

الَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ

লাযীনা আ-মানূ ; কাযা-লিকা ইয়াত্ববা'উল্লা-হু 'আলা- কুল্লি ক্বাল্‌বি মুতাকাব্বিরিন্ জ্বাব্‌বা-র। ৩৬। ওয়া ক্বা-লা

অপছন্দের কাজ। আল্লাহ্ এভাবেই প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী, অহংকারীর অন্তরে মহর মেরে দেন। (৩৬) ফিরআউন বলল,

فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٧﴾ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ

ফির্'আওনু ইয়া- হা-মা-নুব্‌নি লী স্বার্‌হাল্ লা'আল্লী~আব্‌লুগুল্ আস্‌বা-ব। ৩৭। আস্‌বা-বাস্ সামা-ওয়া-তি

হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, সম্ভবতঃ আমি সে দরজাগুলো পর্যন্ত পৌছে যাব, (৩৭) যে দরজাগুলো আকাশে আছে

فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ

ফাআত্ত্বালি'আ ইলা~ইলা-হি মূসা- ওয়া ইন্নীলা আজুন্নুহু কা-যিবান; ওয়া কাযা-লিকা যুইয়্যিনা লিফির্'আওনা সূ—উ 'আমালিহী

এবং মূসার মাবুদকে দেখে নিব, আমার ধারণা যে নিশ্চয়ই সে (মূসা) মিথ্যাবাদী। এভাবেই ফিরআউনকে তার নিকৃষ্ট কাজগুলো অত্যন্ত সুন্দর রূপে দেখান হয়েছিল

وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٨﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ ع ৪ ৯ রুকূ

ওয়াসুদ্দা 'আনিস্ সাবীলি ; ওয়ামা- কাইদু ফির্'আওনা ইল্লা- ফী তাবা-ব। ৩৮। ওয়াক্বা-লাল লাযী~আ-মানা

এবং সত্য পথ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল এবং ফিরআউনের প্রতিটি ষড়যন্ত্রই ছিল ধ্বংসনীয়। (৩৮) সে মুমিন ব্যক্তি, বলল, হে আমার

يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٩﴾ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ

ইয়া- ক্বাওমিত্ তাবি'উনি আহ্‌দিকুম্ সাবীলার্ রাশা-দ। ৩৯। ইয়া-ক্বাওমি ইন্নামা- হা-যিহিল্ হায়া-তুদ্ দুনইয়া- মাতা-'উও

সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সু-পথ প্রদর্শন করব। (৩৯) হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী ভোগের বস্তু মাত্র,

وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٤٠﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ

ওয়া ইন্নাল্ আ-খিরাতা হিয়া দা-রুল ক্বারা-র। ৪০। মান্ 'আমিলা সাইয়্যি আতান্ ফালা- ইউজ্‌যা~ইল্লা- মিছ্‌লাহা-,

এবং পরকাল হল স্থায়ী নিবাস। (৪০) যে পাপ কাজ করে, তার তাকে পাপের বরাবর প্রতিফল দেয়ার হবে।

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

ওয়ামান্ 'আমিলা স্বা-লিহাম্ মিন্ যাকারিন্ আও উন্‌ছা- ওয়া হুওয়া মু'মিনুন্ ফাউলা—ইকা ইয়াদ্‌খুলূনাল্ জ্বান্নাতা

এবং যে নেক কাজ করে সে পুরুষ হোক অথবা নারী হোক, সে প্রবেশ করবে জান্নাতে এবং সেখানে

يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤١﴾ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي

ইউর্‌যাক্বূনা ফীহা- বিগাইরি হিসা-ব। ৪১। ওয়া ইয়া-ক্বাওমি মা-লী~আদ্'উকুম্ ইলান্ নাজ্জা-তি ওয়া তাদ্'উনানী~

অপরিমিত রিযিক দেয়া হবে। (৪১) হে আমার সম্প্রদায়! কি হল, আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে ডাকছি এবং তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে

✪ টীকা (আঃ ৩৬) ঃ হামান অট্টালিকা নির্মাণ আরম্ভ করে দিল, মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ্! ফেরাউনের প্রাসাদ অপূর্ণ রাখুন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, ধৈর্যের সাথে দেখতে থাকুন, আমি তার সাথে কি করছি। ফলতঃ ফেরাউনের সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হয়ে গেল। অতঃপর হঠাৎ আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে তা খণ্ড খণ্ড হয়ে ধসে পড়ল। (মুঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ৪১) ঃ মু'মেন লোকটি এই কথাগুলো বলে শেষ করলে, ফেরআউনের লোকেরা বুঝতে পারল যে, এই লোকটি মূসা (আ)-এর রবের উপর ঈমান এনেছে। তখন তাঁকে বলতে লাগল, "তোমার লজ্জা হয় না কি? তুমি ফেরআউন খোদাকে ছেড়ে মূসার খোদাকে মানছ? ফেরআউন এত নেয়ামত দান করছে!" তা শুনে মু'মেন লোকটি তাদেরকে নসীহত করতে লাগলেন। (মুঃ কোঃ)

إِلَى النَّارِ ﴿٤٢﴾ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَأَنَا

ইলান্ না-র। ৪২। তাদ্'উনানী লিআক্‌ফুরা বিল্লা-হি ওয়া উশ্‌রিকা বিহী মা- লাইসা লী বিহী 'ইল্‌মুওঁ, ওয়াআনা

ডাকছ। (৪২) তোমরা আমাকে বলছ যে, আমি যেন আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যাই এবং তাঁর সাথে এমন জিনিষের শরীক করি, যার কোন জ্ঞান-ই আমার নেই। আর আমি

أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٣﴾ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ

আদ্'উকুম্ ইলাল্ 'আয়ীযিল্ গাফ্‌ফা-র। ৪৩। লা-জ্বারামা আন্নামা- তাদ্'উনানী ~ইলাইহি লাইসা লাহূ দা'ওয়াতুন্

তোমাদেরকে মহাপ্রভাবশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে আহবান করছি। (৪৩) এর মধ্যে কোনই মিথ্যা নেই যে, তোমরা আমাকে যার দিকে আহ্বান করছ,

فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ

ফিদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়ালা-ফিল্ আ-খিরাতি ওয়া আন্না মারাদ্দানা ~ইলাল্লা-হি ওয়া আন্নাল্ মুস্‌রিফীনা হুম্ আস্বহা-বুন্

সে আহ্বানের (ইবাদাতের) যোগ্য নয় পৃথিবীতে ও পরকালে এবং আমাদের সবারই প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কাছেই এবং সীমালংঘনকারীরাই

النَّارِ ﴿٤٤﴾ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

না-র। ৪৪। ফাসাতায্‌কুরূনা মা~আক্বূলু লাকুম ; ওয়া উফাওয়্যিদু আমরী~ইলাল্লা-হি ; ইন্নাল্লা-হা

জাহান্নামবাসী। (৪৪) আমি যা তোমাদেরকে বলছি, তোমরা অতি শীঘ্রই তা স্মরণ করবে, আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ

بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٥﴾ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ

বাস্বীরুম্ বিল্'ইবা-দ। ৪৫। ফাওয়াক্বা-হুল্লা-হু সাইয়্যিআ-তি মা- মাকারূ ওয়া হ্বা-ক্বা বিআ-লি ফির্'আওনা সূ—উল্

বান্দাদের পর্যবেক্ষক। (৪৫) অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের সে অনিষ্ট কর ষরযন্ত্র হতে বাঁচালেন আর ফিরআউন গোষ্ঠিকে ঘিরে ফেলল, নিকৃষ্টতম

الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۖ أَدْخِلُوا

'আযা-ব। ৪৬। আন্না-রু ই'উরাদূনা 'আলাইহা- গুদুওয়্যাওঁ ওয়া 'আশিয়্যান্, ওয়া ইয়াওমা তাক্বূমুস্ সা-'আতু, আদ্‌খিলূ~

শাস্তি। (৪৬) জাহান্নামের দিকে তাদেরকে আনয়ন করা হবে সকাল-সন্ধ্যায় এবং যেদিন কেয়ামত ঘটবে, সেদিন নির্দেশ দেয়া হবে

آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٧﴾ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ

আ-লা ফির্'আওনা আশাদ্দাল্ 'আযা-ব। ৪৭। ওয়া ইয ইয়াতাহ্বা—জ্বূনা ফিন্না-রি ফাইয়াক্বূলুদ্ দু'আফা—উ লিল্লাযীনাস্

ফিরাউনের লোকদেরকে কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ কর। (৪৭) যখন জাহান্নামীরা পরস্পরে ঝগড়া করবে, তখন অনুসারী দুর্বল লোকেরা অহংকারী

اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿٤٨﴾ قَالَ

তাক্‌বারূ~ইন্না- কুন্না-লাকুম্ তাবা'আন্ ফাহাল্ আন্‌তুম্ মুগ্‌নূনা 'আন্না- নাস্বীবাম্ মিনান্ না-র। ৪৮। ক্বা-লাল

(নেতা)-দেরকে বলবে, আমরা তো পৃথিবীতে তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, অতএব এখন আমাদের থেকে আগুনের কিছু অংশ দূর করতে পার? (৪৮) অহংকারী

✪ টীকা (আঃ ৪৫) ঃ তোমাদের সঙ্গে আমার প্রশ্নোত্তর এবং আমার সাথে তোমাদের ব্যবহার, সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলা দেখেছেন। মুমিন লোকটির এ সমস্ত কথা শুনে ফেরআউন তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। তিনি পালিয়ে পাহাড়ে গমনপূর্বক নামাযে মশগুল হলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর পাহারার জন্য একপাল বাঘ ও নেকড়ে পাঠালেন। ফলে ফেরআউনের লোকেরা ভয়ে পলায়ন করল। আল্লাহ তাকে এরূপে রক্ষা করলেন। (মুঃ কোঃ)
কারো মতে, হযরত মূসা (আ)-এর কথা শুনে, ফেরআউন এঁকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। (কুঃ কারীম)

✪ টীকা (আঃ ৪৬) ঃ ফলতঃ তাদেরকে দোযখের সর্বাপেক্ষা কঠোর স্তরে ঢুকায়ে দেয়া হবে। আর হিসাব-নিকাশের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ আলমে বরযখে তাদের সম্মুখে দোযখের অগ্নি আনয়ন করা হবে, তারা তার উত্তাপ ভোগ করবে। দোযখের অগ্নি তা অপেক্ষা অনেক কঠোর হবে। (বঃ কোঃ)

الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ

লাযী নাস্তাক্বারূ~ইন্না- কুল্লুন্ ফীহা~, ইন্নাল্লা-হা ক্বাদ হ্বাকামা বাইনাল্ 'ইবা-দ। ৪৯। ওয়া ক্বা-লাল

(নেতা)-রা বলবে, আমরাতো সবই জাহান্নামে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাগণের মাঝে ফয়সালা করে দিয়েছেন। (৪৯) জাহান্নামীরা

الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

লাযীনা ফিন্ না-রি লিখাযানাতি জ্বাহান্নামাদ'উ রাব্বাকুম্ ইউখাফ্ফিফ 'আন্না- ইয়াওমাম্ মিনাল্ 'আযা-ব।

প্রহরীর কাছে বলবে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে আবেদন কর, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের শাস্তি হালকা করেন।

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۭ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ ﴿٥٠﴾

৫০। ক্বা-লূ~আওয়ালাম্ তাকু তা'তীকুম্ রুসুলুকুম্ বিল্ বায়্যিনা-তি; ক্বা-লূ বালা-; ক্বা-লূ ফাদ'উ

(৫০) তারা বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের রাসূলগণ স্পষ্ট দলীলসহ আসেননি? তারা বলবে, হ্যাঁ এসেছিল। অতঃপর প্রহরীগণ বলবে,

ع ৫ ১০ রুকূ

وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي

ওয়ামা- দু'আ—উল্ কা-ফিরীনা ইল্লা-ফী দ্বালা-ল্। ৫১। ইন্না- লানান্স্বুরু রুসুলানা- ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ফিল্

তোমরাই আবেদন কর। আর কাফিরদের আবেদন (আল্লাহর কাছে) বিফলই হয়। (৫১) আমি আমার রাসূলগণকে এবং মুমিনগণকে অবশ্যই

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ

হ্বায়া-তিদ্ দুন্ইয়া-ওয়া ইয়াওমা ইয়াক্বূমুল আশ্হা-দ্। ৫২। ইয়াওমা লা- ইয়ান্ফা'উজ্ জা-লিমীনা 'মাযিরাতুহুম্

পার্থিব জীবনে সাহায্য করব এবং সে দিনেও, যখন দাঁড়াবে সাক্ষীদাতাগণ (অর্থাৎ কিয়ামতের)। (৫২) যেদিন কোনই কাজে আসবে না জালিমদের অজুহাত

وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ

ওয়ালাহুমুল্ লা'নাতু ওয়ালাহুম্ সূ—উদ্ দা-র। ৫৩। ওয়া লাক্বাদ আ-তাইনা- মূসাল্ হুদা- ওয়া আওরাছ্না- বানী~

এবং তাদের জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট বাসস্থান। (৫৩) আমি মূসাকে সঠিক নিদর্শন নামা (তাওরাত) দান করেছিলাম এবং বনী

اِسْرَاۗءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٥٤﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ

ইসরা—ঈলাল্ কিতা-ব। ৫৪। হুদাওঁ ওয়া যিক্রা- লিঊলিল্ আল্বা-ব। ৫৫। ফাস্বির্ ইন্না ও'য়াদাল্লা-হি

ইসরাঈলকে সে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম, (৫৪) যা পথ প্রদর্শক এবং উপদেশ প্রদানকারী ছিল জ্ঞানী লোকদের জন্য। (৫৫) (হে নবী!) আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন,

حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾ اِنَّ

হ্বাক্কুওঁ ওয়াসতাগ্ফির লিযাম্বিকা ওয়া সাব্বিহ্ বিহাম্দি রাব্বিকা বিল্'আশিয়্যি ওয়াল্ ইব্কা-র্। ৫৬। ইন্নাল্

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, আপনি আপনার ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যা আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (৫৬) যারা

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ

লাযীনা ইউজ্বা-দিলূনা ফী~আয়া-তিল্লা-হি বিগাইরি সুল্ত্বা-নিন আতা-হুম্ ইন্ ফী স্বুদূরিহিম্

আল্লাহর (কুরআনের) আয়াতসমূহে তর্ক করে, তাদের কাছে আসা দলীল ব্যতীত, তাদের অন্তরে শুধু (নেতৃত্বের) অহঙ্কার রয়েছে,

إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِ ۚ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ○

ইল্লা- কিব্‌রুম্ মা- হুম বিবা-লিগীহি, ফাস্‌তা'ইয্ বিল্লা-হি; ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ বাস্বীর।
তারা কখনও তা অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে (তাদের অনিষ্ট হতে) পানাহ চান। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর শ্রোতা ও দ্রষ্টা।

٥٦ لَخَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ

৫৭। লাখাল্‌ক্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি আকবারু মিন্ খাল্‌ক্বিন্ না-সি ওয়ালা-কিন্না আকছারান্ না-সি
(৫৭) আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করা, মানুষের সৃষ্টি হতে অনেক বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই

لَا يَعْلَمُونَ ٥٧ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟

লা- ই'য়ালামূন। ৫৮। ওয়ামা- ইয়াস্‌তাওয়িল্ 'আমা- ওয়াল্ বাস্বীরু, ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব
এটা জানে না। (৫৮) সমান নহে দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এবংসমান নহে যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে এবং

ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَلَا ٱلْمُسِىٓءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ٥٨ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ

স্বা-লিহ্বা-তি ওয়ালাল্ মুসী—উ ; ক্বালীলাম্ মা- তাতাযাক্কারূন। ৫৯। ইন্নাস্ সা-'আতা লাআ-তিয়াতুল্ লা-রাইবা
যে খারাপ কাজ করে। তোমরা সামান্য উপদেশই গ্রহণ করে থাক। (৫৯) কেয়ামত অবশ্যই উপস্থিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ

فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٩ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ

ফীহা-, ওয়ালা- কিন্না আক্‌ছারান্ না-সি লা- ইউ'মিনূন। ৬০। ওয়া ক্বা-লা রাব্বুকুমুদ্ 'উনী~আস্‌তাজিব্
নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই বিশ্বাস করে না। (৬০) তোমাদের প্রতিপালক বলেন, আমার কাছে প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা

৬ ع ১১ রুকূ লَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ○

লাকুম ; ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্‌তাক্‌বিরূনা 'আন্ 'ইবা-দাতী সাইয়াদ্‌খুলূনা জ্বাহান্নামা দা-খিরীন।
কবুল করব। যারা অহঙ্কার করে আমার ইবাদাত হতে (দূরে থাকে) অতিশীঘ্রই তারা হীন অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবেই।

٦٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ

৬১। আল্লা-হুল্ লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ লাইলা লিতাস্‌কুনূ ফীহি ওয়ান্নাহা-রা মুবস্বিরান ; ইন্নাল্লা-হা
(৬১) আল্লাহ তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে আরাম নিতে পার এবং দিনকে করেছেন আলোকময়। নিশ্চয়ই

لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٦١ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ

লাযূ ফাদ্বলিন্ 'আলান না-সি ওয়ালা- কিন্না আক্‌ছারান্ না-সি লা- ইয়াশ্‌কুরূন। ৬২। যা-লিকুমুল্লা-হু রাব্বুকুম
আল্লাহ মানুষের উপর দয়াশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই অকৃতজ্ঞ। (৬২) সে আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক যিনি

○ টীকা (আঃ ৬০) ঃ অর্থাৎ, প্রার্থনা কবুল করার সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার আমার ; অতএব তোমরা অন্যদের কাছে প্রার্থনা করো না, আমার কাছেই করো। এই আয়াতে দুটি কথা প্রাণিধানযোগ্য। প্রথম– এখানে প্রার্থনা ও উপাসনা আনুগত্যকে একার্থবোধক শব্দরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, প্রথম বাক্যাংশে 'দু'আ' (প্রার্থনা) শব্দ দ্বারা যে জিনিসকে বোঝানো হয়েছে সেই জিনিসকেই দ্বিতীয় বাক্যাংশে 'ইবাদত' শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা সুস্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে– 'দুআ' যথার্থ ইবাদত ও ইবাদতের প্রাণবস্তু। দ্বিতীয়– আল্লাহ তায়ালার কাছে যারা 'দুআ' প্রার্থনা করেনা তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে "অহংকারবশতঃ তারা আমার ইবাদত থেকে বিমুখ।" এর দ্বারা বোঝা যায়– আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করা বন্দেগীর একান্ত দাবী এবং এর থেকে বিমুখ হওয়ার অর্থ মানুষের অহংকারে পতিত হওয়া।

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٦٣﴾ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ

খা-লিক্ব কুল্লি শাইয়িন্। লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, ফাআন্না-তু'ফাকূন। ৬৩। কাযা-লিকা ইউ'ফাকুল্ লাযীনা
সব সৃষ্টির স্রষ্টা, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই এরপরে তোমরা কিভাবে (তাঁর ইবাদাত থেকে) ফিরে থাকছ? (৬৩) এভাবেই (আল্লাহ থেকে) ফিরে থাকে তারা

كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٤﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا

কা-নূ বিআ-য়া-তিল্লা-হি ইয়াজ্‌হাদূন। ৬৪। আল্লা-হুল্ লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আরদ্বা ক্বারা-রাওঁ
যারা আল্লাহর আয়াতকে অমান্য করে। (৬৪) আল্লাহ এমন মহান, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসস্থান এবং আকাশকে বানিয়েছেন ছাদ

وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ

ওয়াস্ সামা—আ বিনা—আওঁ ওয়া স্বাওয়্যারাকুম্ ফাআহ্‌সানা স্বুওয়ারাকুম্ ওয়া রাযাক্বাকুম্ মিনাত্ব ত্বাইয়্যিবা-তি ; যা-লিকুমুল
এবং তিনি তোমাদের আকৃতি বানিয়েছেন এবং তোমাদের আকৃতি বানিয়েছেন অতি সুন্দর করে এবং তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট বস্তু হতে খাদ্য দান করেছেন। তিনি সে

اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ

লা-হু রাব্বুকুম, ফাতাবা-রাকাল্লা-হু রাব্বুল্ 'আ-লামীন। ৬৫। হুওয়াল্ হাইয়্যু লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ফাদ্‌'উহু
আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক, সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ অতি মর্যাদা সম্পন্ন। (৬৫) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তাঁর ইবাদাতে

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ

মুখ্‌লিস্বীনা লাহুদ্ দীনা ; আল্ হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল্ 'আ-লামীন। ৬৬। কুল ইন্নী নুহীতু আন্ 'আবুদাল্
একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকেই ডাক। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য, যিনি সারা জাহানের রব। (৬৬) বলুন, আমাকে তাদের ইবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে,

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ

লাযীনা তাদ্‌'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি লাম্মা- জ্বা—আনিয়াল্ বাইয়্যিনা-তু মির্ রাব্বী, ওয়া উমিরতু
যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত ডাক, যেহেতু আমার কাছে সুস্পষ্ট দলীলসমূহ এসে পৌঁছেছে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে। আমাকে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে,

أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ

আন্ উসলিমা লিরাব্বিল্ 'আ-লামীন। ৬৭। হুওয়াল্লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ তুরা-বিন্ ছুম্মা মিন্ নুত্বফাতিন্
আমি যেন সারা জাহানের প্রতিপালকের অনুগত হয়ে যাই। (৬৭) তিনিই সে মহান আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর বীর্য হতে।

ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا

ছুম্মা মিন্ 'আলাক্বাতিন্ ছুম্মা ইউখ্‌রিজুকুম্ ত্বিফ্‌লান্ ছুম্মা লিতাব্‌লুগূ~আশুদ্দাকুম্ ছুম্মা লিতাকূনূ
অতঃপর রক্ত পিণ্ড হতে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুর আকৃতিতে, অতঃপর যাতে তোমরা যৌবনে পৌঁছতে পার, অতঃপর যেন

○ টীকা (আঃ ৬৭) ঃ পূর্ব আয়াতে তাওহীদ সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা যে একমাত্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক সে সম্বন্ধে মানব সৃষ্টির কতিপয় তথ্য আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন; তৎপরে মানবকে তার বংশ পরম্পরায় প্রজনন প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্টি করে আসছে। অধিকন্তু মানব যে নগণ্য শুক্রকীট হতে জন্মলাভ করে তার প্রধান অংশ মৃত্তিকাজাত উপাদান। অর্থাৎ মৃত্তিকাজাত হতে উৎপন্ন খাদ্যাদির সারবস্তু দ্বারা রস, রক্ত, অস্থি-মজ্জা ও মানব জন্মের সূচনা শুক্র'কীট ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। (কুঃ কারীম)

شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ

শুয়ূখান, ওয়া মিন্‌কুম্ মাঁই ইউতাওয়াফ্‌ফা- মিন্ ক্বাব্‌লু ওয়া লিতাব্‌লুগূ~আজ্বালাম্ মুসাম্মাওঁ ওয়া লা'আল্লাকুম্

তোমরা বৃদ্ধ হও। তোমাদের মধ্যে অনেকে এর পূর্বেই মারা যায় যাতে তোমরা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৌঁছতে পার এবং যাতে তোমরা

تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن

তা'ক্বিলূন। ৬৮। হুওয়াল্লাযী ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু, ফাইযা- ক্বাদ্বা~আম্‌রান্ ফাইন্নামা- ইয়াক্বূলু লাহূ কুন্

বুঝতে পার। (৬৮) তিনি (আল্লাহ) এমন যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত করেন, তখন শুধু তিনি বলেন, হয়ে যাও।

৭ ع ১২ রুকূ

فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ

ফাইয়াকূন। ৬৯। আলাম্ তারা ইলাল্ লাযীনা ইউজ্বা-দিলূনা ফী~আয়া-তিল্লা-হি ; আন্না- ইউস্বরাফূন।

অতঃপর তা হয়ে যায়। (৬৯) আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যারা আমার আয়াতের ব্যাপারে ঝগড়া করে? কিভাবে তারা ফিরে যাচ্ছে (ঈমান থেকে)?

﴿٦٩﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

৭০। আল্লাযীনা কায্‌যাবূ বিল্‌কিতা-বি ওয়া বিমা~আর্‌সাল্‌না- বিহী রুসুলানা-, ফাসাওফা ই'য়ালামূন।

(৭০) যারা অস্বীকার করে আমার কিতাবকে এবং আমি যা সহ আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সেগুলোকেও, অতি শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ

৭১। ইযিল্ আগ্‌লা-লু ফী~'আনা-ক্বিহিম্ ওয়াস্ সালা-সিলু ইউস্‌হ্বাবূন। ৭২। ফিল্ হ্বামীমি; ছুম্মা ফিন্না-রি

(৭১) যখন তাদের গর্দানে, বেড়ি এবং জিঞ্জির লাগানো হবে এবং তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (৭২) গরম পানিতে অতঃপর তাদেরকে আগুনে

يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ

ইউস্‌জ্বারূন। ৭৩। ছুম্মা ক্বীলা লাহুম্ আইনা মা-কুন্‌তুম্ তুশ্‌রিকূন। ৭৪। মিন্ দূনিল্লা-হি ;

পোড়ানো হবে। (৭৩) অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তারা এখন কোথায় তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর সাথে) শরীক করতে (৭৪) আল্লাহ ব্যতীত?

قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ

ক্বা-লূ দ্বাল্লূ 'আন্না- বাল্ লাম্ নাকুন্ নাদ্'উ মিন্ ক্বাব্‌লু শাইআন ; কাযা-লিকা ইউদ্বিল্লুল্লা-হুল্

তারা বলবে তারা আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বরং আমরা এর পূর্বে কাউকেই আহবান করিনি। আল্লাহ কাফিরদেরকে এভাবেই

الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ

কা-ফিরীন। ৭৫। যা-লিকুম বিমা- কুন্‌তুম্ তাফ্‌রাহূনা ফিল্ আরদ্বি বিগাইরিল্ হ্বাক্বক্বি ওয়া বিমা-কুন্‌তুম্

পথভ্রষ্ট করেন। (৭৫) এটা এ কারণেই যে, তোমরা পৃথিবীতে অবৈধভাবে আনন্দ-উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা অহংকার

تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

তাম্‌রাহূন। ৭৬। উদ্‌খুলূ~আব্‌ওয়া-বা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা-, ফাবি'সা মাছ্‌ওয়াল্ মুতাকাব্বিরীন।

করতে। (৭৬) এখন তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য। কতইনা নিকৃষ্ট আবাস স্থল অহংকারীদের জন্য।

(٧٧) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ

৭৭। ফাস্বিবির্ ইন্না ও'য়াদাল্লা-হি হাক্কুন্, ফাইম্মা- নুরিয়ান্নাকা বা'দ্বাল্লাযী না'ইদুহুম্ আও নাতাওয়াফ্ ফাইয়ান্নাকা
(৭৭) সুতরাং আপনি ধৈর্য্যধারণ করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তাদেরকে আমি যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি, তার থেকে কিছু যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই বা যদি

فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٧٨) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ

ফাইলাইনা- ইউর্জ্বা'উন। ৭৮। ওয়া লাক্বাদ্ আর্সাল্না- রুসুলাম্ মিন্ ক্বাব্লিকা মিন্হুম্ মান্ ক্বাস্বাস্না- 'আলাইকা ;
আপনাকে এর পূর্বে মৃত্যু দান করি তবে আমার কাছেই হবে সকলের প্রত্যাবর্তন। (৭৮) আমি তো আপনার পূর্বেই অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি; তাদের মধ্য হতে

وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا

ওয়া মিন্হুম্ মাল্ লাম্ নাক্বস্বুস্ব 'আলাইকা ; ওয়ামা- কা-না লিরাসূলিন্ আইঁ ইয়া'তিয়া বিআ-য়া-তিন্ ইল্লা-
কতকের বর্ণনা আপনার কাছে পেশ করেছি এবং কতকের বর্ণনা আপনার কাছে পেশ করিনি। কোন রাসূলের পক্ষে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন পেশ করা,

بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ○ ع ৮ ১৩ রুকু

বিইয্নিল্লা-হি, ফাইযা- জ্বা—আ আম্রুল্লা-হি কুদ্বিয়া বিল্হাক্কি ওয়া খাসিরা হুনা-লিকাল্ মুব্ত্বিলূন।
সম্ভব ছিল না। যখন আল্লাহর নির্দেশ আসবে তখন যথাযথভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে। আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেখানে, বাতিল পন্থীরা।

(٧٩) اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٨٠) وَلَكُمْ

৭৯। আল্লা-হুল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আন্'আ-মা লিতার্কাবূ মিন্হা- ওয়া মিন্হা- তা'কুলূন। ৮০। ওয়ালাকুম্
(৭৯) তিনি আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্য হতে কতককে তোমরা সওয়ারী হিসেবে ব্যবহার কর, কতক তোমরা খাও। (৮০) তোমাদের

فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ

ফীহা- মানা-ফি'উ ওয়ালিতাব্লুগূ 'আলাইহা- হা-জ্বাতান্ ফী স্বুদূরিকুম্ ওয়া 'আলাইহা- ওয়া 'আলাল্ ফুল্কি
জন্য রয়েছে এতে বহু উপকার, আর যেন তোমরা তাতে আরোহণ করে তোমাদের অন্তরের প্রয়োজনীয় আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পার এবং এদের উপর ও নৌযানে তোমাদের

تُحْمَلُونَ (٨١) وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۖ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنكِرُونَ (٨٢) أَفَلَمْ يَسِيرُوا

তুহ্মালূন। ৮১। ওয়া ইউরীকুম্ আ-য়া-তিহী, ফাআইয়্যা আ-য়া-তিল্লা-হি তুন্কিরূন। ৮২। আফালাম্ ইয়াসীরূ
সওয়ার করান হয়। (৮১) আল্লাহ তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাচ্ছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (৮২) তারা

فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ

ফিল্ আর্দ্বি ফাইয়ান্জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ; কা-নূ~আক্ছারা মিন্হুম্
পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তী (অবিশ্বাসী)-দের পরিণাম কেমন হয়েছে? তারা ছিল তাদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক এবং

✪ টীকা (আঃ ৭৭) ঃ نعدهم – শাস্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি। রাসূলুল্লাহর (স) জীবদ্দশায় কাফিরদের শাস্তি হোক বা নাহোক, তাদের সকলকে আল্লাহর কাছে যেতে হবে। (কুঃ কারীম) ✪ টীকা (আঃ ৭৮) ঃ অর্থাৎ, একথায় সকল নবীই সমান যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ভিন্ন মু'জেযা প্রকাশ করা কোন নবীর সাধ্য নেই। সুতরাং কতক লোক এ কারণেও তাদেরকে অবিশ্বাস করত। তদ্রূপ এসমস্ত লোকও আপনাকে অবিশ্বাস করছে। অতএব, আপনি সান্ত্বনা লাভ করুন এবং ধৈর্য ধারণ করুন। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৮০) ঃ যেমন কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাওয়া ইত্যাদি। উপরের বাক্যে আরোহণই ছিল উদ্দেশ্য, আর এখানে আরোহণের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। (বঃ কোঃ)

وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا

ওয়া আশাদ্দা ক্বুওয়্যাতাওঁ ওয়া আ-ছা-রান্ ফিল্ আরদ্বি ফামা~আগ্না- 'আন্হুম্ মা-কা-নূ ইয়াক্সিবূন। ৮৩। ফালাম্মা-
শক্তিতেও প্রবল এবং বহু নিদর্শনও রেখে গিয়েছিল পৃথিবীতে। তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজেই আসেনি। (৮৩) যখন কোন

جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم

জ্বা—আত্হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্বাইয়্যিনা-তি ফারিহূ বিমা- 'ইন্দাহুম্ মিনাল্ 'ইল্মি ওয়া হ্বা-ক্বা বিহিম্
রাসূল তাদের কাছে কোন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আগমন করতো, তখন তারা তাদের নিজেদের (ভ্রান্ত) জ্ঞানের তারা গর্ব করত। যে বিষয় তারা ঠাট্টা করত, সেটাই

مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٤﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا

মা- কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিউন। ৮৪। ফালাম্মা- রাআও বা'সানা- ক্বা-লূ~আ-মান্না- বিল্লা-হি ওয়াহ্দাহূ ওয়া কাফার্না-
তাদেরকে পাকড়াও করল। (৮৪) যখন তারা আমার শাস্তি দেখল, তখন তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহর একত্ববাদের উপর এবং যাদেরকে আমরা

بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٥﴾ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ

বিমা- কুন্না-বিহী মুশ্রিকীন। ৮৫। ফালাম্ ইয়াকু ইয়ান্ফা'উহুম্ ঈমা-নুহুম্ লাম্মা- রাআও বা'সানা-;
তাঁর সাথে শরীক করতাম তাদের সবগুলোকে অস্বীকার করলাম। (৮৫) আমার শাস্তি দেখার পরে। তাদের ঈমান গ্রহন, কোনই কাজে আসল না।

৯ ع ১৪ রুকূ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ۝

সুন্নাতাল্লা-হিল্লাতী ক্বাদ্ খালাত্ ফী 'ইবা-দিহী ওয়া খাসিরা হুনা-লিকাল্ কা-ফিরূন।
আল্লাহর এ নিয়ম পূর্ব হতেই তাঁর বান্দাদের উপর এভাবে চলে আসছে এবং এখানে কাফিরেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সূরা হা-মীম সিজ্দাহ্
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫৪
রুকূ ঃ ৬

(١) حٰمٓ (٢) تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٣) كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا

১। হা-মী---ম্। ২। তান্যীলুম্ মিনার্ রাহ্মা-নির রাহীম। ৩। কিতাবুন ফুস্স্বিলাত্ আ-য়া-তুহূ কুর্আ-নান 'আরাবিয়্যাল্
(১) হা- মী-ম। (২) এ দয়াময় পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ। (৩) এ এমন কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে আরবী কুরআন রূপে

○ **শানে নুযূল ঃ সূরা হা-মীম আস্সাজ্দা ঃ** এ সূরাটি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার কুরায়শ নেতৃবৃন্দের পরামর্শ সভায় আলোচনা হল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুসারী ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এটা চির রহিত করণের জন্য অবশ্যই একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তারা তাদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ বাগ্মী ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি, ওতবা বিন রাবিয়াহ কে এজন্য নির্বাচন করল যে, সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আলাপ-আলোচনা করবে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসে এবং বলে যে, আপনার কারণেই আরববাসীগণের মধ্যে বিশৃংখলা ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। আপনার নতুন (ধর্মের) দাওয়াত দ্বারা যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, ধন-সম্পদ ও অর্থ-কড়ি উপার্জন করা। তা আমরা আপনার সামনে এনে জমা করে দেই। যদি আপনি চান নেতৃত্ব, তবে আমরা আপনাকে আমাদের নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে দেই, যদি ইচ্ছা করেন কোন সুন্দরী রমনী বিবাহ করতে, তবে একজন নয় বরং দশজন অতি সুন্দরী রমনী বিবাহের ব্যবস্থা করে দেই। যদি মনে করেন আপনার উপর কোন দুষ্ট জ্বীনের প্রভাব আছে, যাতে আপনি আমাদের মাবুদগুলোকে মন্দ বলেন। আমরা আমাদের দায়িত্বে আপনার চিকিৎসা করিয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ (স) তার এ কথাগুলো শুনে তার সামনে এ সূরাটি পাঠ করেন। যাতে সে খুবই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। সে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের কাছে ফিরে গিয়ে বলল যে, মুহাম্মদ (স) যা আমার সামনে পেশ করেছেন তা যাদু এবং উপখ্যান কোন কবিতা নয়। (কুঃ কারীম)

لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (٤) بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○

লিক্বাওমিই ইয়া'লামূন। ৪। বাশীরাওঁ ওয়া নাযীরান্, ফা'আরাদ্বা আকছারুহুম্ ফাহুম্ লা- ইয়াস্মা'উন।
সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা সে সম্পর্কে জানে। (৪) (কুরআন) সুসংবাদাতা এবং সতর্ককারী, অথচ তাদের অধিকাংশ লোকই উপেক্ষা সুতরাং তারা শ্রবণই করে না।

(٥) وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا

৫। ওয়াক্বা-লূ কুলূবুনা- ফী~আকিন্নাতিম মিম্মা- তাদ্'উনা~ইলাইহি ওয়া ফী~ আ-যা-নিনা- ওয়াক্বরুওঁ ওয়া মিম্ বাইনিনা-
(৫) তারা (নবীকে) বলে, আপনি যার প্রতি আমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন, সে বিষয় আমাদের অন্তর (পর্দা দ্বারা) আবৃত। কর্ণ এ ব্যাপারে বধির এবং আমাদের ও

وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ (٦) قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى

ওয়া বাইনিকা হ্বিজা-বুন্ ফা'মাল্ ইন্নানা- 'আ-মিলূন। ৬। কুল্ ইন্নামা~আনা বাশারুম্ মিছ্লুকুম্ ইউহা~
আপনার মাঝে রয়েছে অন্তরায় সুতরাং আপনি আপনার কাজ করুন। আমরা আমাদের কাজ করি। (৬) বলুন, আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার উপর ওহী

اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ○

ইলাইয়্যা আন্নামা~ইলা-হুকুম ইলা-হুওঁ ওয়া-হ্বিদুন্ ফাস্তাক্বীমু~ইলাইহি ওয়াস তাগ্ফিরূহু ; ওয়া ওয়াইলুল্ লিল্মুশ্রিকীন।
অবতীর্ণ হয় যে, তোমাদের সকলের মাবুদ এক আল্লাহ। সুতরাং তাঁর দিকেই নিবিষ্ট হও এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সে সব মুশরিকদের জন্য দুর্ভোগ,

(٧) الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ (٨) اِنَّ الَّذِيْنَ

৭। আল্লাযীনা লা- ইউ'তূনায্ যাকা-তা ওয়া হুম বিল্আখিরাতি হুম কা-ফিরূন। ৮। ইন্নাল্লাযীনা
(৭) যারা যাকাত আদায় করে না এবং তারা পরকালেরও অবিশ্বাসী। (৮) যারা

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ (٩) قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ স্বা-লিহ্বা-তি লাহুম্ আজ্রুন্ গাইরু মাম্নূন। ৯। কুল্ আইন্নাকুম্ লাতাক্ফুরূনা
ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে এমন পুরস্কার যা কখনও হ্রাস করা হবে না। (৯) বলুন, তোমরা কি এমন

بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۗ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

বিল্লাযী খালাক্বাল্ আরদ্বা ফী ইয়াওমাইনি ওয়া তাজ্'আলূনা লাহূ~আন্দা-দান ; যা-লিকা রাব্বুল্ 'আলা-মীন।
যিনি দু দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমরা তাঁর শরীক নির্ধারণ করছ? তিনিইতো (আল্লাহ) সার জাহানের প্রতিপালক।

(١٠) وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ

১০। ওয়া জা'আলা ফীহা- রাওয়া-সিয়া মিন্ ফাওক্বিহা- ওয়া বা-রাকা ফীহা- ওয়া ক্বাদ্দারা ফীহা~আক্বওয়া-তাহা- ফী~আরবা'আতি
(১০) তিনিই পৃথিবীতে তার পৃষ্ঠে মজবুত পাহাড় সৃষ্টি করেছেন, এবং তাতে রেখে দিয়েছেন কল্যাণকর বস্তু এবং সেখানে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন চারদিনে;

اَيَّامٍ ۗ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ (١١) ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا

আইয়্যা-মিন ; সাওয়া---আল্ লিস সা---ইলীন। ১১। ছুম্মাস তাওয়া~ইলাস্ সামা---ই ওয়াহিয়া দুখা-নুন্ ফাক্বা-লা লাহা-
এটা প্রশ্নকারীদের জন্য। (১১) অতঃপর তিনি নিবিষ্ট হলেন আকাশের দিকে এবং সেটি ছিল ধুম্রাবৃত, অতঃপর তিনি সেটাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ই

● তিন চতুর্থাংশ

ع ٢ ١٥ রুকু

وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ﴿١٢﴾ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ

ওয়ালিল্ আর্‌দ্বি'তিয়া ত্বাও'আন্ আও কার্‌হান ; ক্বা-লাতা ~আতাইনা- ত্বা—ই'ঈন। ১২। ফাক্বাদ্বা-হুন্না সাব্'আ
ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়(আমার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এগিয়ে) আস। তারা উভয়ই বলল, আমরা স্বেচ্ছায় উপস্থিত হলাম। (১২) অতঃপর তিনি দু দিনে

سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ۭ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا

সামা-ওয়া-তিন্ ফী ইয়াওমাইনি ওয়া আওহা-ফী কুল্লি সামা—ইন্ আম্‌রাহা- ; ওয়া য়্যাইয়্যান্নাস্ সামা—আদ্ দুনইয়া-
আকাশ মন্ডলীকে সপ্ত আকাশে রূপান্তরিত করেন এবং প্রত্যেক আকাশে তাঁর যথাযথ আদেশ প্রেরণ করলেন এবং আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে সুশোভিত

بِمَصَابِيْحَ ڰ وَحِفْظًا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿١٣﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ

বিমাছ্বা-বীহ্বা, ওয়া হ্বিফ্‌জান ; যা-লিকা তাক্বদীরুল্ 'আয্বীয্বিল্ 'আলীম। ১৩। ফাইন্ আ'রাদ্বূ ফাক্বুল
করলাম, আলো (তারকারাজি) দ্বারা এটা মহা প্রতাপশালী, মহাজ্ঞানী (আল্লাহর) নিরূপণ। (১৩) এরপরেও যদি তারা মুখ ফিরায়, তবে বলুন,

اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿١٤﴾ اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ

আন্‌যার্‌তুকুম্ স্বা-'ইক্বাতাম্ মিছ্‌লা স্বা-'ইক্বাতি 'আ-দিওঁ ওয়া ছামূদ। ১৪। ইয্ জ্বা—আত্‌হুমুর্ রুসুলু মিম্
আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি আদ এবং সামুদ সম্প্রদায়ের শাস্তির অনুরূপ এক ধ্বংসকারী শাস্তির। (১৪) তাদের কাছে যখন রাসূল আগমন

بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ

বাইনি আইদীহিম্ ওয়া মিন্ খাল্‌ফিহিম্ আল্লা- তা'বুদূ~ইল্লাল্লা-হা ; ক্বা-লূ লাও শা—আ রাব্বুনা লা আন্‌যালা
করেছিলেন তাদের সম্মুখ হতে এবং পশ্চাৎ হতে, তারা বলেছিলেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত কর না, তখন তারা জবাবে বলেছিল যে, যদি আমাদের

مَلٰۗىِٕكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٥﴾ فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ

মালা—ইকাতান্ ফাইন্না- বিমা~উর্‌সিল্‌তুম্ বিহী কা-ফিরূন। ১৫। ফাআম্মা- 'আ-দুন্ ফাস্‌তাক্‌বারূ ফিল্ আর্‌দ্বি
প্রতিপালক এটা ইচ্ছাই করতেন, তবে তিনি অবশ্যই ফিরশতা প্রেরণ করতেন। সুতরাং আপনাদের এ রিসালাতের আমরা অস্বীকারকারী। (১৫) আদ সম্প্রদায় তো

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۭ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَهُمْ

বিগাইরিল্ হাক্বক্বি ওয়া ক্বা-লূ মান্ আশাদ্দু মিন্না কুওয়্যাতান ; আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্নাল্লা-হাল্লাযী খালাক্বাহুম্
অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করত এবং বলত যে, আমাদের চেয়ে শক্তিমান আর কে আছে? তারা কি চিন্তা করে না যে, আল্লাহ, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি

هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۭ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿١٦﴾ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا

হুওয়া আশাদ্দু মিন্‌হুম্ কুওয়্যাতান ; ওয়া কা-নূ বিআ-য়া-তিনা- ইয়াজ্‌হ্বাদূন ১৬। ফাআর্‌সাল্‌না- 'আলাইহিম্ রীহ্বান
করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিবান। অথচ তারা আমার নির্দশনসমূহকে অবিশ্বাস করত। (১৬) সুতরাং আমি এক অশুভ দিনে

صَرْصَرًا فِيْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ

স্বারস্বারান ফী~আইয়্যা-মিন্ নাহ্বিসা-তিল্ লিনুযীক্বাহুম্ 'আযা-বাল্ খিস্বই ফিল্ হ্বায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-;
তাদের উপর (শাস্তি স্বরূপ) ঝড়ো হাওয়া, প্রেরণ করলাম যাতে তারা এ পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি উপভোগ করতে পারে।

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا

ওয়ালা 'আযা-বুল্ আ-খিরাতি আখ্‌যা- ওয়াহুম্ লা ইউন্‌স্বারূন। ১৭। ওয়া আম্মা- ছামূদু ফাহাদাইনা-হুম্ ফাস্‌তাহাব্বুল্

এবং পরকালের শাস্তি এর চেয়েও অধিক লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদের কোনই সাহায্যকারী হবে না। (১৭) আর সামূদ সম্প্রদায়ের অবস্থাতো এই যে, আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন

الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

'আমা- 'আলাল্ হুদা- ফাআখাযাত্‌হুম্ স্বা-'ইক্বাতুল্ 'আযা-বিল্ হূনি বিমা-কা-নূ ইয়াক্‌সিবূন।

করেছিলাম, কিন্তু তারা সঠিক রাস্তার পরিবর্তে ভ্রান্ত রাস্তাকে গ্রহণ করেছিল। তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিস্বরূপ বজ্রের আওয়াজ পাকড়াও করল তাদের কৃতকর্মের বিনিময়।

﴿١٧﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى ২ ع ৫০ ১৬ রুকূ

১৮। ওয়া নাজ্জাইনাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়াকা-নূ ইয়াত্তাকূন। ১৯। ওয়া ইয়াওমা ইউহ্‌শারু 'আদা—উল্লা-হি ইলান্

(১৮) আমি রক্ষা করেছিলাম মুমিনগণকে এবং যারা পরহেজগারী অবলম্বন করত। (১৯) আর যেদিন আল্লাহর দুশমনদেরকে সমবেত করা হবে জাহান্নামের

النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ

না-রি ফাহুম্ ইউযা'উন। ২০। হাত্তা~ইযা- মা- জ্বা—উহা- শাহিদা 'আলাইহিম্ সাম্'উহুম্ ওয়া আব্‌স্বা-রুহুম্

অভিমুখে, তাদেরকে বিভিন্ন দলে সারিবদ্ধ করা হবে, (২০) শেষ পর্যন্ত তারা যখন জাহান্নামের নিকট এসে পৌঁছবে, তখন তাদের কর্ণ, তাদের চক্ষু

وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ط

ওয়া জুলূদুহুম্ বিমা- কা-নূ ই'য়ামালূন। ২১। ওয়া ক্বা-লূ লিজুলূদিহিম্ লিমা শাহিত্‌তুম্ 'আলাইনা-;

এবং তাদের চর্ম, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। (২১) তারা তাদের চর্মকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে? তারা

قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ

ক্বা-লূ~ আনত্বাক্বানাল্লা-হুল্লাযী~আনত্বাক্বা কুল্লা শাইয়িঁও ওয়া হুওয়া খালাক্বাকুম্ আওয়্যালা মাররাতিঁও ওয়া ইলাইহি

জবাবে বলবে, আমাদেরকে আল্লাহ কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, যিনি প্রতিটি বস্তুকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবারে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর

تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ

তুর্‌জ্বা'উন। ২২। ওয়ামা- কুন্‌তুম্ তাস্‌তাতিরূনা আঁই ইয়াশ্‌হাদা 'আলাইকুম্ সাম্'উকুম্ ওয়ালা~আব্‌স্বা-রুকুম্

দিকেই তোমরা সকলে প্রত্যাবর্তন করবে। (২২) তোমরা তোমাদের পাপ এদের থেকে গোপন করতে না। কারণ তোমাদের (কর্মের) ব্যাপারে তোমাদের কর্ন, তোমাদের চক্ষু

وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَٰلِكُمْ

ওয়ালা- জুলূদুকুম্ ওয়ালা- কিন্ জানান্‌তুম্ আন্নাল্লা-হা লা- ই'য়ালামু কাছীরাম্ মিম্মা- 'তামালূন। ২৩। ওয়া যা-লিকুম্

এবং তোমাদের চর্ম সাক্ষ্য দিবেন। আর তোমরা এ ধারণা করতে যে, তোমরা যা কিছুই করছ, তার অনেক কর্মই আল্লাহ জানেন না। (২৩) তোমাদের

ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

জানুনুকুমুল্লাযী জানান্‌তুম বিরাব্বিকুম্ আর্‌দা-কুম্ ফাআস্ববাহ্‌তুম মিনাল্ খা-সিরীন।

প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের এ (ভ্রান্ত) ধারণা, তোমাদের ধ্বংস করেছে এবং পরিশেষে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ।

فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾

২৪। ফা-ইঁয় ইয়াস্বিরূ ফান্না-রু মাছ্‌ওয়াল্ লাহুম্, ওয়া ইঁয় ইয়াস্‌'তাতিবূ ফামা-হুম্ মিনাল্ 'মুতাবীন।

(২৪) এখন যদি তারা ধৈর্য ধারনও করে তবুও তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এবং যদি তারা (আল্লাহর) দয়া কামনা করে তবুও তারা দয়াপ্রাপ্ত হবে না।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ

২৫। ওয়া ক্বাইয়্যাদ্‌না- লাহুম্ কুরানা—আ ফাষ্বাইয়্যানূ লাহুম্ মা-বাইনা আইদীহিম্ ওয়ামা- খালফাহুম্ ওয়া হ্বাক্বক্বা

(২৫) আমি তাদের কতিপয় সংগী নিযুক্ত করে দিয়েছিলাম। যারা তাদের সামনে সুশোভিত করে তুলছিল তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের

عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ

'আলাইহিমুল ক্বাওলু ফী~উমামিন্ ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ মিনাল্ জ্বিন্নি ওয়াল্ ইন্‌সি, ইন্নাহুম্

কর্মগুলোকে এবং আল্লাহর বাণী (শাস্তি) তাদের ব্যাপারেও তাদের পূর্ববর্তী জ্বীন ও মানুষদের ন্যায় সঠিক (বাস্তবায়িত) হয়েছে। তারা ছিল

ع ৩ ১৭ রুকূ

كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ

কা-নূ খা-সিরীন। ২৬। ওয়া ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ লা-তাস্‌মা'উ লিহা-যাল্ কুরআ-নি

ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (২৬) কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআনকে শ্রবণ করনা বরং তা পাঠের সময় হৈ চৈ শুরু কর,

وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا

ওয়াল্‌গাও ফীহি লা'আল্লাকুম্ তাগ্‌লিবূন। ২৭। ফালানুযী ক্বান্নাল্ লাযীনা কাফারূ 'আযা-বান্

যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পার। (২৭) আমি এ কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ উপভোগ করাবই

شَدِيدًا ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ

শাদীদাওঁ, ওয়ালা নাজ্বযিয়ান্নাহুম্ আস্‌ওয়াল্ লাযী কা-নূ ই'য়ামালূন। ২৮। যা-লিকা জ্বাযা—উ 'আদা—ইল্লা-হিন্

এবং তাদেরকে তাদের মন্দ (গুনাহর) কাজের প্রতিফল দিবই। (২৮) আল্লাহর দুশমনদের প্রতিফল

النَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾

না-রু, লাহুম্ ফীহা- দা-রুল্ খুল্‌দি ; জ্বাযা—আম্ বিমা-কা-নূ বি আ-য়া-তিনা- ইয়াজ্বহ্বাদূন।

এই (জাহান্নামের) অগ্নি, যেটা তাদের স্থায়ী বাসগৃহ; এটাই হচ্ছে, আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যানের প্রতিফল।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا

২৯। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ রাব্বানা ~আরিনাল্ লাযাইনি আদ্বাল্লা-না- মিনাল্ জ্বিন্নি ওয়াল ইন্‌সি নাজ্‌'আল্‌হুমা-

(২৯) কাফেররা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! জ্বীন ও মানুষের মধ্য হতে যারা আমাদেরকে (পৃথিবীতে) পথভ্রষ্ট করেছে, তাদেরকে দেখিয়ে দিন, আজ

○ টীকা (আঃ ২৪) ঃ কেননা, তোমরা ধারণা করতে যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের কার্য সম্বন্ধে অবগত নয়। আবার তোমরা তোমাদের যাবতীয় শিরক ও পাপকার্যকে অপরাধ মনে করতে না। (বঃ কোঃ) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৫) ঃ لهم قرنا - (কতিপয় সংগী) দ্বারা মানুষ ও জ্বীনের মধ্য হতে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। যারা বাতিল পন্থীদের সামনে তাদের কুফরী ও গুনাহর কাজগুলো শোভনীয় করে তুলে ধরে। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ২৬) ঃ والغوا فيه - অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের সময়, হৈ চৈ কর, তালি বাজাও, জোরে কথা বার্তা বল। যাতে মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের কর্ণ কুরআনের আওয়াজ যেতে না পারে এবং কুরআনের আওয়াজ শুনে যাতে তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে।

تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ

তাহ্তা আক্বদা-মিনা- লিইয়াকূনা- মিনাল্ আসফালীন। ৩০। ইন্নাল্ লাযীনা ক্বা-লূ রাব্বুনাল্লা-হু

আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা অপমানিত হয়। (৩০) নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক (একমাত্র) আল্লাহ্ এবং এর উপর

ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا

ছুম্মাস্ তাক্বা-মূ তাতানাযযালু 'আলাইহিমুল্ মালা—ইকাতু আল্লা- তাখা-ফূ ওয়ালা- তাহ্যানূ ওয়া আব্শিরূ

কায়েম থাকে তাদের কাছে প্রেরিত হবে, ফিরিশতা (এ শুভ সংবাদ নিয়ে) যে, তোমরা কোন ভয় কর না এবং চিন্তাও কর না। বরং সে জান্নাতের সু-সংবাদ শ্রবণ কর,

بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

বিল্ জান্নাতিল্লাতী কুন্তুম্ তূ'আদূন। ৩১। নাহ্নু আওলিয়া—উকুম ফিল্ হায়া-তিদ্ দুন্ইয়া-

যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (৩১) তোমাদের পার্থিব জীবনেও আমরা তোমাদের বন্ধু (সাহায্যকারী) ছিলাম, এখন

وَفِي الْاٰخِرَةِ ج وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ۝

ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি, ওয়ালাকুম্ ফীহা- মা- তাশ্তাহী~আনফুসুকুম্ ওয়া লাকুম্ ফীহা-মা-তাদ্দা'উন।

পরকালেও বন্ধু থাকব। তোমরা যা আন্তরিকভাবে কামনা করবে এবং যা কিছু চাবে তা সব কিছুই তোমাদের জন্য সেখানে (জান্নাতে) মওজুদ রয়েছে।

﴿٣١﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ৪ ع ৭ ১৮ রুকূ

৩২। নুযুলাম্ মিন্ গাফূরির্ রাহীম। ৩৩। ওয়া মান্ আহ্সানু ক্বাওলাম্ মিম্মান্ দা'আ~ইলাল্লা-হি ওয়া 'আমিলা স্বা-লিহাও

(৩২) এসব কিছু ক্ষমাশীল, দয়ালু আল্লাহর তরফ হতে, মেহমানদারী। (৩৩) তার চেয়ে সর্বোত্তম আহ্বানকারী আর কে আছে? যে আল্লাহর দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করে

وَقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ

ওয়া ক্বা-লা ইন্নানী মিনাল্ মুস্লিমীন। ৩৪। ওয়ালা- তাস্তাওয়িল্ হাসানাতু ওয়ালাস্ সাইয়্যিআতু ; ইদ্'ফা

এবং নেক কাজ করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানগণের অন্তর্ভুক্ত। (৩৪) ভালকাজ এবং মন্দকাজ সমান নয়। ভাল

بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ۝

বিল্লাতী হিয়া আহ্সানু ফাইযাল্ লাযী বাইনাকা ওয়া বাইনাহূ 'আদা-ওয়াতুন্ কাআন্নাহূ ওয়ালিইয়্যুন হামীম।

কাজ দ্বারা মন্দকে দুর করুন, ফলে আপনার সাথে যার সাথে দুশমনী, সে এমন হবে যে, মনে হবে যেন সে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩০) ঃ ثم استقاموا - [অতঃপর এর উপর কায়েম (সুদৃঢ়) থাকে]। কায়েম থাকার অর্থ, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) বলেন, শিরক না করা। হযরত ওমর ফারুক (রা) বলেন, আল্লাহ তায়ালার হুকুমের প্রতি কায়েম থাকা। (অর্থাৎ নেক কাজ করা গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকা) হযরত ওসমান (রা) বলেন, নিজ আমল পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করা। হযরত আলী (রা) বলেন, ফরজ ইবাদাতগুলো আদায় করা। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, এর অর্থ আনুগত্যতার সাথে ইবাদাত করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। (তাঃ কাদেরী)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৩) ঃ ومن احسن قولا - এ আয়াত রাসূলুল্লাহর (স) প্রসংগে বলা হয়েছে, যেহেতু তিনি সকলকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আহ্বান করেছেন।

কোন তফসীরকার বলেন, এর দ্বারা আলিমগণকে বুঝানো হয়েছে, যেহেতু তারা লোকদেরকে দ্বীনের তালীম দিয়ে থাকেন এবং হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এ আয়াত মুয়াজ্জিনগণের প্রসংগে বলা হয়েছে। আইনুল মা'নীর লিখক এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসংগে বলেন, যখন হযরত বিলাল (রা) আজান দিতেন তখন ইয়াহুদিরা ঠাট্টা করে বলত যে, কাক ডাকছে এবং নামাজের দিকে আহ্বান করছে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (কুঃ কারীম)

﴿٣٥﴾ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٦﴾ وَاِمَّا

৩৫। ওয়ামা- ইউলাক্ক্বা-হা~ইল্লাল্ লাযীনা স্বাবারূ, ওয়ামা- ইউ লাক্ক্বা-হা~ইল্লা- যূ হ্বাজ্জিন্ 'আজীম। ৩৬। ওয়া ইম্মা-

(৩৫) এগুলো শুধুমাত্র তারাই প্রাপ্ত হয়, যারা ধৈর্যশীল। আর শুধু প্রাপ্ত তারাই হয়, যারা মহাভাগ্যবান। (৩৬) আর যদি

يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

ইয়ান্যাগান্নাকা মিনাশ শাইত্বা-নি নায্গুন্ ফাস্তা ইয্ বিল্লা-হি ; ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম।

শয়তান কোন কুমন্ত্রণা আপনাকে (প্ররোচনা) দেয়, তখন আল্লাহর আশ্রয় কামনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

﴿٣٧﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۗ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا

৩৭। ওয়া মিন্ আয়া-তিহিল্ লাইলু ওয়ান্ নাহা-রু ওয়াশ্ শাম্সু ওয়াল্ ক্বামারু ; লা-তাসজুদূ লিশ্শাম্সি ওয়ালা-

(৩৭) তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করনা এবং

لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٨﴾ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا

লিল্ক্বামারি ওয়াস্জুদূ লিল্লা-হিল্ লাযী খালাক্বাহুন্না ইন্ কুন্তুম্ ইয়্যা-হু তা'বুদূন। ৩৮। ফাইনিস্ তাক্বারূ

চন্দ্রকেও নয়, বরং সিজদাকর একমাত্র সে আল্লাহর জন্য যিনি এসবগুলোর স্রষ্টা, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত করতে চাও। (৩৮) (এরপরেও) যদি তারা

সিজদাহ

فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَمِنْ

ফাল্লাযীনা 'ইনদা রাব্বিকা ইউসাব্বিহূনা লাহূ বিল্লাইলি ওয়ান্নাহা-রি ওয়াহুম্ লা-ইয়াস্আমূন। ৩৯। ওয়া মিন্

অহংকার করে, তবে যারা আল্লাহর নিকটতম রয়েছে তারাতো রাত, দিন তাঁর তাসবীহ বর্ণনা করছেন এবং (কোন সময়ও) তারা বিরক্ত হয়না। (৩৯) আল্লাহর

সিজদাহ ঃ ১১

اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۗ

আ-য়া-তিহী~আন্নাকা তারাল্ আর্দ্বা খা-শি'আতান্ ফাইযা~আন্যাল্না- 'আলাইহাল্ মা—আহ্ তায্যাত্ ওয়া রাবাত ;

নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, আপনি যমীনকে দেখতে পান শুষ্ক, অতঃপর যখন বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন সেটি সতেজ হয়ে ফুলে উঠে;

اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۗ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

ইন্নাল্লাযী~আহ্ইয়া-হা- লামুহ্ইল্ মাওতা ; ইন্নাহূ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। ৪০। ইন্নাল্লাযীনা

যিনি শুষ্ক যমীনকে জীবিত করেন, তিনিই মৃতদেরকেও (পুনরায়) জীবনদানকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। (৪০) যারা আমার

يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ

ইউল্হিদূনা ফী~আ-য়া-তিনা- লা- ইয়াখ্ফাওনা 'আলাইনা- ; আফামাঁই ইউল্ক্বা- ফিন্না-রি খাইরুন্ আম্ মাঁই

আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার থেকে গোপন নহে। বলুন, উত্তম কোন ব্যক্তি? যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে

يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

ইয়া'তী~আ-মিনাই ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ; 'ইমালূ মা-শি'তুম, ইন্নাহূ বিমা- 'তামালূনা বাস্বীর। ৪১। ইন্নাল্ লাযীনা

থাকবে সে? তোমরা যা কর, তোমাদের নিজ ইচ্ছানুযায়ী নিশ্চয়ই তোমাদের কৃতকর্ম তিনি ভালভাবে দেখছেন। (৪১) যারা তাদের

كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَإِنَّهُ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٌ ﴿٤٢﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَٰطِلُ

কাফারূ বিয্যিক্‌রি লাম্মা- জ্বা—আহুম্, ওয়া ইন্নাহূ লাকিতা-বুন্ 'আযীয্। ৪২। লা- ইয়া'তীহিল্ বা-ত্বিলু

কাছে কুরআন পৌঁছার পর তা অবিশ্বাস করে, তাদের মধ্যে উপলব্ধি ক্ষমতা কম। নিশ্চয়ই এ কিতাব অতি মর্যাদাপূর্ণ। (৪২) যাতে কোন অসত্য কথা

مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٣﴾ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا

মিম্ বাইনি ইয়াদাইহি ওয়ালা- মিন্ খাল্‌ফিহী ; তানযীলুম্ মিন্ হাকীমিন্ হামীদ। ৪৩। মা- ইউক্বা-লু লাকা ইল্লা-

আসতে না পারে। না সম্মুখ হতে না পশ্চাত হতে; এটি বিজ্ঞ মহা প্রশংসিত (আল্লাহ)-এর পক্ষ হতে অবতীর্ণ। (৪৩) (হে নবী!) আপনার ব্যাপারে

مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ۝

মা-ক্বাদ্ ক্বীলা লির্‌রুসুলি মিন্ ক্বাব্‌লিকা ; ইন্না রাব্বাকা লাযূ মাগ্‌ফিরাতিওঁ ওয়া যূ 'ইক্বা-বিন্ আলীম।

তো সে সব বলা হয়, যা আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণ সম্পর্কে বলা হত। আপনার প্রতিপালক নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও কষ্টদায়ক শাস্তি দাতা।

﴿٤٤﴾ وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِىٌّ

৪৪। ওয়া লাও জ্বা'আল্‌না-হু কুরআ-নান্ 'আজ্বামিয়্যাল্ লাক্বা-লূ লাওলা-ফুস্‌স্বিলাত আ-য়া-তুহূ ; আ 'আজ্বামিয়্যুওঁ

(৪৪) আমি যদি কুরআনকে 'অনারবী' ভাষায় অবতীর্ণ করতাম, তবে তারা বলত যে, এর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে কেন বর্ণিত হয়নি? কি ব্যাপার কুরআন 'অনারবী'

وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

ওয়া 'আরাবীয়্যুন ; কুল হুওয়া লিল্লাযীনা আ-মানূ হুদাওঁ ওয়া শিফা—উন ; ওয়াল্লাযীনা লা-ইউ'মিনূনা

এবং রাসূল আরবী? বলুন, মুমিনদের জন্য এ কুরআন সত্যের পথ নির্দেশক ও রোগ নিবারণকারী। আর যারা ঈমান আনে না, তাদের

فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ۝ ع ৫ ১২ ১৯ রুকূ

ফী~আ-যা-নিহিম্ ওয়াক্বরুওঁ ওয়া হুওয়া 'আলাইহিম্ 'আমান উলা—ইকা ইউনা-দাওনা মিম্ মাকা-নিম্ বা'ঈদ।

কর্ণে রয়েছে বধিরতা আর কুরআন তাদের ওপর অন্ধত্বস্বরূপ। তারা এমন লোক যে, (মনে হয়) যেন তাদের ডাকা হচ্ছে অনেক দূর থেকে।

﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

৪৫। ওয়া লাক্বাদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা ফাখ্‌তুলিফা ফীহি ; ওয়া লাওলা- কালিমাতুন্ সাবাক্বাত্

(৪৫) নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতে মতানৈক্য করা হয়েছিল। যদি আপনার প্রতিপালকের তরফ হতে এ ব্যাপারে পূর্ব নির্ধারিত

مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٦﴾ مَّنْ

মির রাব্বিকা লাকুদ্বিয়া বাইনাহুম ; ওয়া ইন্নাহুম লাফী শাক্কিম মিন্‌হু মুরীব। ৪৬। মান

সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের মাঝে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই তারা এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ইতস্ততকারী। (৪৬) যে নেক কাজ করে সে তা

عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

'আমিলা স্বা-লিহান্ ফালিনাফ্‌সিহী ওয়ামান্ আসা—আ ফা'আলাইহা-; ওয়ামা- রাব্বুকা বিজাল্লা-মিল্ লিল্'আবীদ।

নিজের উপকারের জন্যই করে, আর যে খারাপ কাজ করে তার প্রতিফল তার উপর আসবেই, আপনার প্রতিপালক বান্দাগণের প্রতি অবিচার করেন না।

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ

৪৭। ইলাইহি ইউরাদ্দু 'ইল্‌মুস্ সা-'আতি ; ওয়া মা-তাখ্‌রুজু মিন্ ছামারা-তিম্ মিন্ আক্‌মা-মিহা- ওয়ামা- তাহ্‌মিলু

(৪৭) কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই নিহিত। এবং কোন ফল তার কোষ হতে বের হয় না, কোন স্ত্রী গর্ভবতী হয় না এবং সন্তানও প্রসব করে না,

مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ

মিন্ উন্‌ছা- ওয়ালা- তাদ্বা'উ, ইল্লা- বি'ইল্‌মিহী ; ওয়া ইয়াওমা ইউনা-দীহিম্ আইনা শুরাকা—ঈ, ক্বা-লূ~আ-যান্না-কা,

আল্লাহর অবগতি ব্যতীত। যেদিন আল্লাহ্, তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমার শরীকেরা কোথায়? জওয়াবে তারা বলবে, আপনার কাছে আবেদন করেছি যে,

مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن

মা-মিন্না- মিন্ শাহীদ। ৪৮। ওয়া দ্বাল্লা 'আন্‌হুম্ মা-কা-নূ ইয়াদ্‌'উনা মিন্ ক্বাব্‌লু ওয়া জান্নূ মা-লাহুম্ মিম্

এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোন সাক্ষী নেই। (৪৮) এবং তারা এর পূর্বে যাদেরকে ডাকত, তারা সব অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং তারা ধারণা করবে যে, এখন তাদের

مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ

মাহীস্ব। ৪৯। লা-ইয়াস্‌আমুল্ ইন্‌সা-নু মিন্ দু'আ—ইল্ খাইরি, ওয়াইম্ মাস্‌সাহুশ্ শাররু ফাইয়াঊসুন্

পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। (৪৯) মানুষ (পার্থিব) কল্যাণ কামনায় কোন বিরক্ত হয় না, কিন্তু যদি তাকে কোন অমংগল স্পর্শ করে তখন সে হতাশ ও নিরুদ্যম

قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي

ক্বানূত্ব। ৫০। ওয়ালাইন্ আযাক্বনা-হু রাহ্‌মাতাম্ মিন্না- মিম্ 'বাদি দ্বার্‌রা—আ মাস্‌সাত্‌হু লাইয়াক্বূলান্না হা-যা-লী,

হয়ে পড়ে। (৫০) আর যদি তাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর, আমি আমার তরফ থেকে অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে বলে যে, এ তো আমার জন্যই

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ

ওয়ামা~আযুন্নুস্ সা-'আতা ক্বা—ইমাতাওঁ, ওয়ালাইর্ রু'জ্বিতু ইলা- রাব্বী~ইন্না লী 'ইন্‌দাহূ লালহুস্‌না-,

এবং আমি ধারণা করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর যদি আমাকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করা হয়, তবে নিশ্চয়ই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে।

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥١﴾ وَإِذَا

ফালানুনাব্বিআন্নাল্ লাযীনা কাফারূ বিমা- 'আমিলূ, ওয়া লানুযীক্বান্নাহুম্ মিন্ 'আযা-বিন্ গালীজ্। ৫১। ওয়া'ইযা~

আমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মগুলো অবহিত করবই। এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করাব। (৫১) যখন আমি মানুষের প্রতি

أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ۝

আন্'আম্‌না- 'আলাল্ ইন্‌সা-নি 'আরাদ্বা ওয়া নাআ-বিজ্বা-নিবিহী, ওয়া ইযা- মাস্‌সাহুশ্ শাররু ফাযূ দু'আ—ইন্ 'আরীদ্ব।

নেয়ামত দান করি, তখন সে (আমার থেকে) মুখ ফিরায় এবং দূরে চলে যায়, এবং যখন তাকে অমংগল স্পর্শ করে, তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনা লিপ্ত হয়।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ ﴿٥٢﴾

৫২। কুল্ আরাআইতুম্ ইন্ কা-না মিন্ 'ইন্‌দিল্লা-হি ছুম্মা কাফার্‌তুম্ বিহী মান্ আদ্বাল্‌লু মিম্মান্ হুওয়া

(৫২) বলুন! তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ, যদি এ কুরআন আল্লাহর তরফ হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, এরপরে অমান্য কর, তবে তার চেয়ে অধিক ভ্রান্ত আর কে আছে,

فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ

ফী শিক্বা-ক্বিম্ বা'ঈদ। ৫৩। সানুরীহিম্ আ-য়া-তিনা ফিল্ আ-ফাক্বি ওয়া ফী~আন্‌ফুসিহিম্ হ্বাত্তা-

যে (আল্লাহর) ঘোর দুশমনিতে লিপ্ত রয়েছে। (৫৩) আমি অতিশীঘ্র আমার নিদর্শনাবলী তাদের দেখাব, সুদূর প্রান্তে এবং তাদের নিজেদের অভ্যন্তরেও।

يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

ইয়াতাবাইয়্যানা লাহুম্ আন্নাহুল্ হ্বাক্কু, আওয়ালাম্ ইয়াক্‌ফি বিরাব্বিকা আন্নাহূ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ্।

অবশেষে তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে সত্য। আপনার প্রতিপালক সম্পর্কে এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ের উপর সাক্ষী রয়েছেন।

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝ ﴿٥٤﴾

৫৪। আলা~ইন্নাহুম ফী মির্‌ইয়াতিম্ মিল্ লিক্বা—ই রাব্বিহিম্ ; আলা~ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইয়িম্ মুহীত্ব।

(৫৪) জেনে রাখ! তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সংশয়ের মধ্যে রয়েছে। জেনে রাখো! আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুতেই পরিবেষ্টন করে আছেন।